কীট

আশ্বিন ১৪৩২

বানান চুলকাই না

chhitt.com

বাংলা অ্যাকাডেমির বানানে বাংলা একাডেমীর বই পড়েন, বাংলাদেশের সেরা বই, বাংলা একাডেমীর বই

ছিট

আশ্বিন ১৪৩২
সেপ্টেম্বর ২০২৫ (পিডিয়েফ ২)

মারো meme জোরে হেইয়ো ও যুগযন্ত্রণা—নাফিস সবুর

Meme, Medium, and Class
—Aninda Rahman

মিমাংসা
অ রহমানের বাংলা আলাপ
—খেই ধরছেন না স

Zanzibar
Zamjamat

ছিট পিডিয়েফ জুম করে পড়ি

ঢাকা বাংলাদেশ

আমরা কোন না কোন ভাষার আরশের নিচে নিজেরা নিজেদের গ্রেফতার হইতে দেই-সারেণ্ডার করি। কেননা জেলখানায় চালান হইলে দিনে অন্তত দুই বেলা আহার জোটে।

ঠাট মারো meme জোরে হেইয়ো ও যুগযন্ত্রণা—

নাফিস সবুর

মনের ভাব কেবলই প্রকাশ পাইতে চায়। এই ভাব প্রকাশ ও গোপন রাখা—এবং কিছু ভাব আড়ালে ঠেলিয়া বাদবাকিটুকু 'দুনিয়া' বা 'অপর' এর কাছে প্রচার করবার উছিলায় আমরা মানুষেরা (প্রায়) সবাই মিলে এই সিদ্ধান্তে ঈমান রাখি যে—মনের বা পেটের ভেতরের অস্থিরতা মানে ভাব আদান-প্রদানের জন্য যে সব বিনিময় যোগ্য বোধ, অর্থের উৎপাদন ও অর্থ আরোপ করা (সাংস্কৃতিক) ধ্বনিব্যবস্থা আমরা অনেকে মিলে ব্যবহার করি বা বুঝে উঠতে পারি বলে ধারণা করি (এবং অনেকটুকুই পারি না)—তাকে কোন না কোন একপ্রকার ভাষা-ই বলে।

মানে একটা বিনিময় ব্যবস্থার ভাগিদার ও ব্যবহারকারিনী হয়ে উঠার মধ্য দিয়ে আমরা কোন না কোন ভাষার আরশের নিচে নিজেরা নিজেদের গ্রেফতার হইতে দেই—সারেণ্ডার করি। কেননা জেলখানায় চালান হইলে দিনে অন্তত দুই বেলা আহার জোটে। আহার— আ+√ হৃ+অ (আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইল না কেহ)'র ব্যাকুলতার কসুর—অর্থ্যাৎ অপরের সাথে ডায়লগের ব্যবস্থা করে দেয়া বা মারফত হওয়া—যে কোন 'ভাষা'র একটি ব্যবহার যোগ্যতা বা এপ্লিকেশন।

ভাষার নানান পকেট থাকে। ব্যবহারে, প্রয়োজনে ও মাধ্যম ভেদ এর কারণ ফারাকে—আমরা নানান ফরমেটে, মনের ও মাথার নানান কিসিমের ভাব, তথ্য ও অবগতি—আদানপ্রদানে লিপ্ত হই, তাই নয় কি? অক্ষর-জ্ঞান এর রূপক-থার ভেতর এবং যোগাযোগের উদ্দেশ্যের ভেতর নিজেদের জিভ, কান ও মন-মাথাকে ঢুকাইয়া দেই। যেমন—বলে দেখা যায়, টেলিগ্রাফের ছিল একরকম ভাষা—যার চাকুরিই ছিল আবেগ ও বেগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের এক মহান দায়িত্বে নিয়োজিত হওয়া, বিবাহ ও সুন্নতে খাৎনা বা হালখাতার দাওয়াতের ভাষা একরকম, দরখাস্তেরও এক রকম ভাষা। টাকা চাহিয়া পিতার নিকট পত্রের দিন বিগত বা 'বিকাশ' হইলেও (পিতা চাহিয়া টাকার নিকট পত্রের ক্রাইসিস আরও ঘন হইয়াছে) এর একরকম ভাষা-আকৃতি ছিল, প্রেমের আর্জি জানায়া লিখা চিঠি-পত্র-চিরকুট ইত্যাদি ইত্যাদি, সরকারি নোটিশ, মেইল, দেয়াল লিখন, পাঠ্য বই, বিজ্ঞাপন, ব্যবসা ও পরিস্থিতি ভেদে এবং শ্রেণিভেদে 'টার্গেট অডিয়েন্স' ইত্যাদি ইত্যাদির ফরমেট, এপ্লিকেশন এবং ভাবের ভিন্নতায় ভাষার নানান কিসিম বা পকেট তৈরি হয় সমাজে। মানে—

বাঙালের ভাষাটি পিক করে জটিলতা আক্রান্ত কলকাতার পুরুষ চরিত্রের কিছু হবে নার টেনশন রিলিজ করার ভেতর মনস্তত্ত্বের টিকটিকি কিছু রাজনৈতিক ইঙ্গিত কি রেখে যায়?

ব্যবহারিক বা দালালি ভাষা, দলিল লেখার ভাষা, সরকারি বা পেশাগত তথ্য ও কার্যকলাপের ভাষা, মামলা করার ভাষা, একটু মশকরা করার ভাষা বা কোন স্ট্যাবলিস্টমেন্ট যে ভাষায় অন্যদের নিয়ে/সাথে মশকরা বা মজা করে উঠতে চাহে (যেমন—বাংলাদেশের টিভি নাটকের একটা সময়ে এক্সোটিক পুরান ঢাকাইয়া ভাষায় বা ডায়লেক্টে বা বরিশালের ভাষায় কিছু বললেই যেন এক খাবলা ফান তৈয়ার হয় বলে সম্প্রচার হইতে দেখা গ্যাছে বা গ্রাম্যতা একপ্রকার ফানি এলিমেন্ট বা টিপিক্যাল কলকাতার নাটক ছিনেমার বাঙাল চরিত্ররা যেভাবে প্রচারিত হয়—ভাষায় এবং ভঙ্গিতে মানে কে কাকে নিয়ে এবং কোন ভাষার মারফতে 'ফান' করে বা খোঁচাটা মারে তার একটা ইতিহাস ও রাজনৈতিক পট-ভূমি বা রেশ তো আছে/থাকে মনে হয়।

কলকাতার নাটক ছিনেমার চরিত্ররা যখন বলে 'কিচ্ছু হবে না' ঐ 'কিচ্ছু' বোধ করি ঐদিকে 'বাঙাল ভাষা' বলতে যে বিষয়টা আকার পাইয়াছে ঐ থেকে উৎপন্ন হওয়া 'কিচ্ছু'টি। বাঙালের ভাষাটি পিক করে জটিলতা আক্রান্ত কলকাতার পুরুষ চরিত্রের কিছু হবে নার টেনশন রিলিজ করার ভেতর মনস্তত্ত্বের টিকটিকি কিছু রাজনৈতিক ইঙ্গিত কি রেখে যায়?

সময়ে সময়ে তা তো আবার বদলায়ও হয়ত। বা পুরান স্ট্যাবলিস্টমেন্টের সাথে নবীন স্ট্যাবলিস্টমেন্টের ভাষা নিয়ে ‘কাইজা’ বা বাহাস হয়। যেমন আবার উদাহরণ—বাংলা টিভি নাটক বা ভিডিও ফিকশনে নতুন ঢাকার শিক্ষিত মিডিলক্লাসের ভাষা।

যখন যেটার দরকার ঔষধের বাক্সের মত বা ভাষার বানানো ও কাটা নানান পকেট থেকে সেই নির্দিষ্ট রকমের ভাষার ফরমেট ও ডেকোরামে আমরা নিজেদের মধ্যে ও নিজেদের প্রয়োজনে কথা চালাচালিতে ব্যতিব্যস্ত হই। তবে প্রশ্ন, পকেটের ভেতর খুচরা ভাষাগুলি কে বা কারা ঢুকাইল? যাই হোক আমরা যেমন করে কথা বলি মনে মনে, মুখে ও কানে, এখন তেমনি কথা লিখিও। মানে 'মুখের ভাষা' ও 'কাগজের ভাষা বা কেতাবি ভাষা'র মাঝখানে মুখের ভাষাকেই নেট প্রযুক্তি ইউনিকোডের অবদানে অক্ষরের অবয়বের ভেতর চাহিবা মাত্র ঢুকাইয়া দেয়া যায়/গ্যালো।

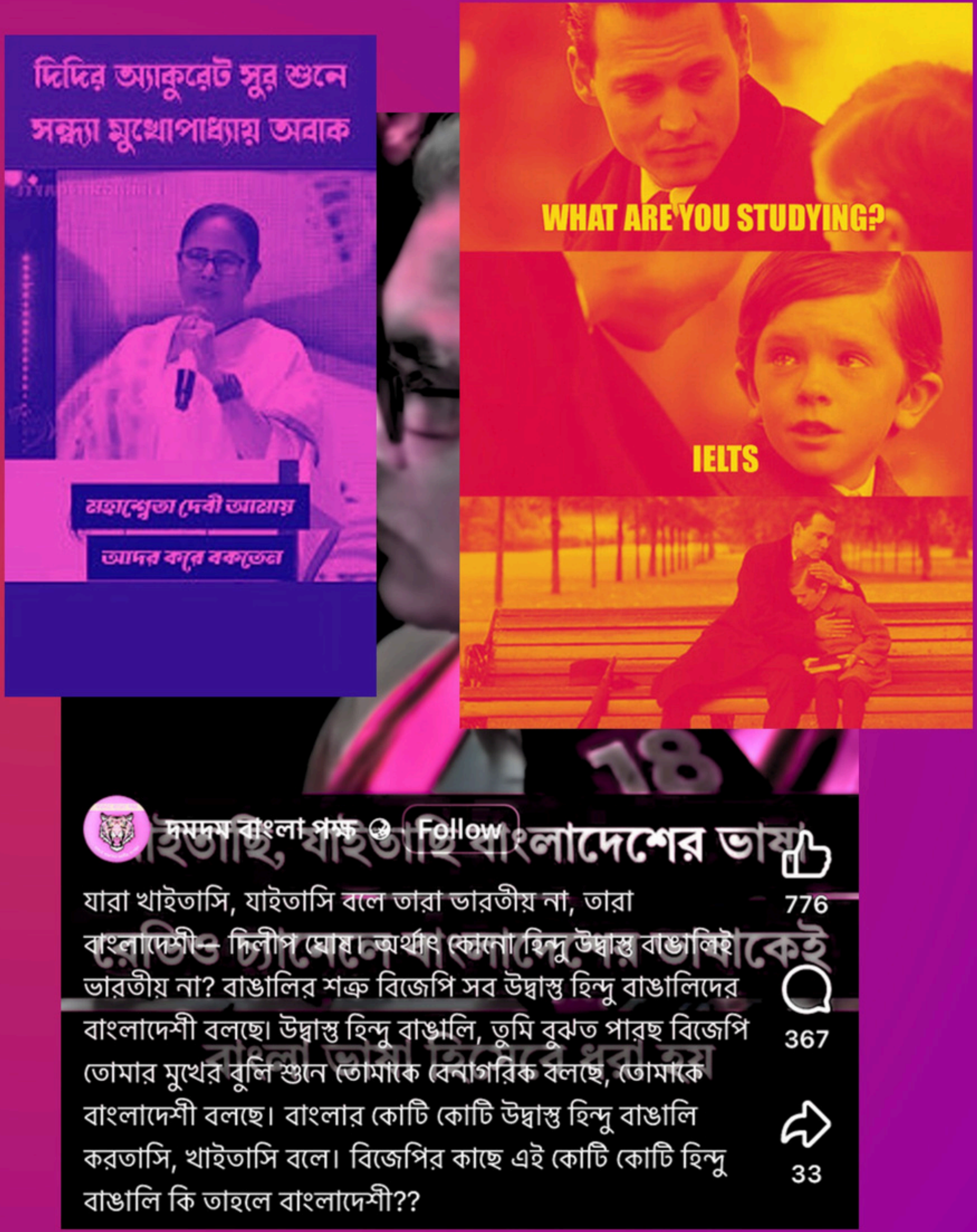

আলাপ সালাপ করি। মজা নেই। মজা লুটি। কথা দিয়ে কথা লাগাই। মন্তব্যের নিষ্প্রয়োজনীয়তাকে আমরা ধূলিস্যাৎ করি।

আমরা চ্যাট করি। কমেন্ট করি, টেক্সট করি। চ্যাটে কথা 'লিখা' করি, লিখে লিখে কথা দিয়ে 'কমেন্ট' করি। কথা লিখে—মুখের ভাষাতেই গীবত করি, গালি দেই, ভেংচি কাটি, যুগযন্ত্রণা প্রকাশের নতুন মাত্রা ও ফরমেটে নিজেদের ব্যতিব্যস্ত রাখি। কথা ও মন্তব্য চালাচালি করি। কথা দিয়ে কথার কাঁটা তুলি। আলাপ সালাপ করি। মজা নেই। মজা লুটি। কথা দিয়ে কথা লাগাই। মন্তব্যের নিষ্প্রয়োজনীয়তাকে আমরা ধুলিস্যাৎ করি। আমরা লিঙ্ক শেয়ার করি। আগে অনেকে ব্লগিং করতেন। এখন অনেকেই মানে কেউ কেউ meme বানায়। বাকিরা সবাই মিলে কম বেশি সেই meme শেয়ার করি। একটা কমন-ভাষা ও ওয়েলথ ও কালচারের ভোক্তা ও শ্রোতামণ্ডলি বা সাবস্ক্রাইবার হিসেবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করি।

মারো meme জোরে হেইয়ো ও যুগযন্ত্রণা—

ছাদ পেটানোর গান, মাল-সামান টানার গান, 'মারো জোরে হেইয়ো', নৌকার গুণ টানার গান বা গাছ কাটার সময় বা হাতে হাতে ধান কাটা বা ক্ষেতে গিয়ে কৃষি কাজ করার সময় বা নিড়ানি দেয়ার সময়, ঢেকিতে ধান ভানার সময় শারীরিক ও আনুষাঙ্গিক কসরৎকে সামষ্টিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও মঁজুর করতে বা মানিয়ে নেয়াকে একটা থ্র্যাসহোল্ডের জোশের ভেতর বা ফ্লো এর মধ্যে আনার জন্য এই 'গান' বা এক রকম কাজের যন্ত্রণা লাঘব করার স্বতঃস্ফূর্ত কলা-কৌশল এই ধরনের গানগুলি। যা শ্রমের ঘন হয়ে উঠাকে কিছুটা দশের লাঠি একের বোঝা কায়দায় কিছুটা লাঘব করে।

শ্রম ও শ্রম বিষয়ক পেরেশানিকে কিছুটা 'হালকা' করে আবার কাজের একপেশে হয়ে উঠাকে কিছুটা মোকাবেলা করে একটা 'কমন' ভাষায়, সুরে ও গানে এগু গপ্পে ও বিরহে।

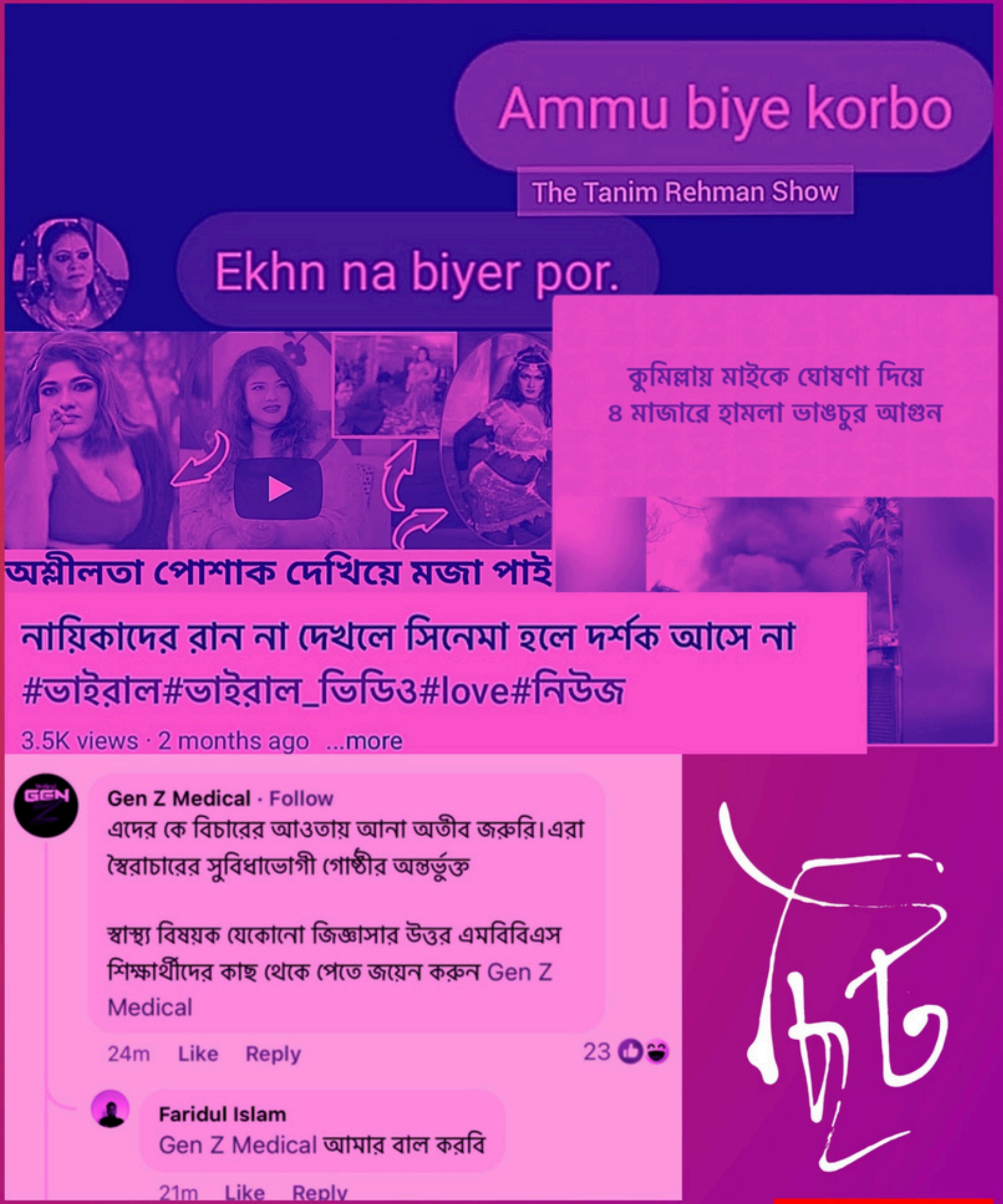

অনেকেই মানে কেউ কেউ/AR25

যার বা যাদের আর কোন 'কালচার' থাকে না তাদের জন্য এই নিওলিবারাল পুঁজির দুনিয়ার সান্ত্বনা পুরস্কার 'অফিস কালচার'

পুঁজিবাদের কল-কারখানা বা উৎপাদন কারখানার শ্রমে নিয়োজিত কর্মীরা যারা সরাসরি কায়িক শ্রমে লিপ্ত তাই লেবার—উনারা ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল সেটিং এ এরকম হয়ত 'শ্রম সংগীত' বা পেশাগত লোক সংগীতের এক্সেস চর্চার পরিসর পরিস্থিতিতে এখন আর থাকেন না কিন্তু কাজ বা কর্মস্হল বিষয়ক নানান কথা, মশকরা, খুনসুটি ও পেরেশোনি বিষয়ক আলাপ নিজেদের মধ্যে চালাচালি করে থাকেন নিশ্চই।

যার বা যাদের আর কোন 'কালচার' থাকে না তাদের জন্য এই নিওলিবারাল পুঁজির দুনিয়ার সান্ত্বনা পুরস্কার 'অফিস কালচার'। অফিসে কি হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি হয় এরকম নানা ডিসিপ্লিনের ভেতর যে নানান রকম যুগযন্ত্রণা সিস্টেম মারফত তৈরি হইতে থাকে, সেটাকে হজম করে, সেটার সাথে ইউজ টু হওয়ার একটা কায়দার 'ডিফেন্স ম্যাকানিজম' হচ্ছে কিছুটা এই meme—এত কথার বাহানায় এরকমটাই বলতে চাইলাম।

বড়-ছোট সব রকমের নানা ডিসিপ্লিন, সমাজ, এলাকা, মহল্লা, গলি, দেশ, ভাষা, বিভিন্ন রকম কালচার অভিজ্ঞতা ও পরিচয়, পাওয়ার পজিশন এর ভেতর নানান ফাপড়ে থেকে পরিচিত 'টেমপ্লেট' এর 'উপমা'য় দৈনন্দিন যাপনের নানান চোদন, অবজার্ভেশন, কমেন্ট পাস, টিটকারি, ট্রল করা এগু অন্যান্য রস তৈরি বা মজা লুটা বা ক্রিটিক করার হাতিয়ার হয়ে উঠার অনবদ্য সম্ভাব্যনা নিয়ে 'কমি-নিও-কেশন মডেল' এবং মিডিয়াম হিসেবে meme এর মধ্যে নানান কিছিমের সম্ভাবনা দানা বাঁধছে আরকি।

মিডিয়াম হিসেবে meme এর মধ্যে অনেক রকম এপ্লিকেশন এর জমায়েত ঘটেছে।

নেইমঅফদানেইম/AR25

এমনিতে meme—এর মানে কী, কী বোঝায়, কোথা থেকে এল meme, জীব বিজ্ঞানের নিগূঢ় বোঝাপড়া ও প্রস্তাবনার ছুডো-দার্শনিক চাপ, জীবন ও সৃষ্টি এবং দুনিয়ার চালু বাতাসে নিজেকে/নিজেদের টিকিয়ে রাখার রাজনীতি ও ভাবের আলাপের দরকারি সুক্ষ তত্ত্ব-তালাসের বাইরে internet meme এমন একটা ফ্লেক্সিবল জায়গায় অবস্থান করে যে ভাষা, কালচার এবং রাজনীতি মানে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব পরিচিত অনুভূতি, ছোটখাট অবজার্ভেশন এবং শ্রেণিরুচিকে বা রুচির বাবলকে বা একটা কালচারাল বাবলের লোকজন কিভাবে দিন দুনিয়া দেখতেছে বা কোন বিষয়গুলিতে ট্রিগারড হইতেছে সেগুলির টোকেন হিসেবে নাড়াচাড়া করে এবং করায়ে একেকটা ইস্যুর টিকে থাকার রিমার্ক হয়ে থাকতেছে meme গুলি বা meme কালচার।

এবং কমিউনিকেশন মডেল হিসেবে meme একই সাথে অনেকের ওয়ে অফ এক্সপ্রেশন হয়ে উঠছে মনে হয় মানে কোন বিষয়ে বাতচিৎ করতে বা নিজের মন মেজাজ সোশ্যাল মিডিয়ায় what’s on your mind করতে ভিজ্যুয়াল রেফারেন্স সহ meme এর মাধ্যমেই ব্যাপারটাকে সহজে বোঝানো/reach করানো যাচ্ছে অনেকের কাছে। যেন অনেক কথাই যাই গো বলে মুখ খুলে কোন কথা না বলের সম্ভাবনায় পুষ্ট নতুন এক উচ্চফলনশীল ভার্চুয়াল ভিজিটিং কার্ড। সোশ্যাল মিডিয়ারি অনেক বেশি ভিজ্যুয়াল হয়ে উঠার খেসারত এইটা যে এমন একটা মিডিয়ামের ভেতর ভাষাকে ঢুকে পড়তে হইল যে তাতে কোন না কোন ভিজ্যুয়াল রেফারেন্স থাকতেই হচ্ছে।

Meme এর একটা ভিজ্যুয়াল উপাদান হচ্ছে তার টেমপ্লেট। meme এর মধ্যে থাকে কি? একটা টেমপ্লেট, টেমপ্লেটের মধ্যে/টেমপ্লেট হিসেবে থাকে পপ কালচারে নানান কারণে বাতাস পাওয়া, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠা, ভাইরাল এবং পপুলার চরিত্র ও ক্যারেক্টাররা। বা আবার টেমপ্লেটের উপর দরকারি চরিত্রটি বা মাথাটি এডিট মারফতে বসে দরকারি কথাটা/ডায়লগটা কারো না কারো হয়ে বলে দিয়ে যায়।

ছুডো-দার্শনিক চাপ/AR25

একটা হুলস্থুলের ভেতর নিজেদের আইডেন্টিটি হারায়ে-খুঁজে বেড়ায় হয়ত

একটা হুলস্থুলের ভেতর নিজেদের আইডেন্টিটি হারায়ে-খুঁজে বেড়ায় হয়ত

এখন একজন কারিগর বা ছুপা memer কোন একটা টেমপ্লেট ব্যবহার করে কোন একটা চিন্তা, ডায়লগ, মশকরা বা ক্রিটিক জায়গা মত বা কোন পেইজে বা গ্রুপে পোস্ট করল। তারপর meme হয়ে উঠার জন্য বা meme হিসেবে টিকে থাকার জন্য পুরা বিষয়টাকে সারফেস লেভেলে কিছুদিন টিকে থাকতে হবে বা সর্বোচ্চ নিয়তি ভাইরাল হইতে হবে।

এই প্রক্রিয়ায় যিনি memer, যে বা যারা meme টাকে চালাচালি করল, কমেন্ট করল সবাই মিলে অনেকক্ষণ ধরে meme এর মারধতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক্টিভ থাকল। অফলাইনের ঘটনাগুলিকে কোন না কোন টেমপ্লেটে ফরমেট করে ‘তুলনামূলক ফান’ এবং রিলেটেবল করে রিয়ালিটির একটা ইন্টারপ্রিটেশন হিসেবে ভলান্টারিলি অনলাইন দুনিয়ায় নিয়ে আসল। এরপর আস্তে আস্তে বা দ্রুত সাফল করতে থাকল হয়ত।

মানে কোন একটা ঘটনা বা চরিত্র চেনা দাগের বাইরে গিয়ে কোন একটা আচরণ বা কার্যকলাপে লিপ্ত হইলে ঐটাকে পিক করে অসংখ্য meme সাফল হইতে থাকে, অনলাইনে ভাইরাল হওয়ার এলগারিদমে সবাই মিলে একটা হুলস্থুলের ভেতর নিজেদের আইডেন্টিটি হারায়ে-খুঁজে বেড়ায় হয়ত, কমেন্ট পাস করতে থাকে। যত বেশি লোক এই হুলস্থুলে যতক্ষণ বেশি লিপ্ত থাকবে মানে একটিভ থাকবে ব্যবসায়িক স্বার্থে এটা সোশ্যাল মিডিয়ার জন্যই উপাদেয় ঘটনা।

আবার এক একটা meme এর সাথে সুক্ষ কিছু কালচারাল কোড, আইডেন্টিটি, সাংস্কৃতিক এক্সপ্রেশন লেয়ারড তো হয়েই থাকে। যে বা যারা নানান গ্লোবাল এবং লোকাল কালচার, গান-বাজনা-ব্যান্ড-জনরা, সিরিজ, ছিনেমা ঠিনেমা, প্রকৌশলবিদ্যা, বি টেক, ডাক্তারি, এনিমে-মাঙ্গা, মুরাকামী, ব্যাটম্যান-জোকার, বিরানির আলু, বিসিএস, হুমায়ূন আহমেদ, নিৎসে, ফ্রয়েড, লাকা, জিজেক, গেমিং, তাবলীগ, নামায-রোজা-স্বরস্বতী পূজা ইত্যাদি ইত্যাদি বা একেক অল্টকালচার বা বিভিন্ন সাব কালচারের ভোক্তা ও সাবসক্রাইবার সমাজ উনারা নিজেদের পছন্দমত কালচার এর রেফারেন্সে নিজেদের সাথে মন জুরিয়ে কথা বা কমিউনিকেট করার মিডিয়াম হিসেবে নানা meme ও meme টেমপ্লেট অনলাইনে এস্তেমাল করিয়া থাকতে থাকেন।

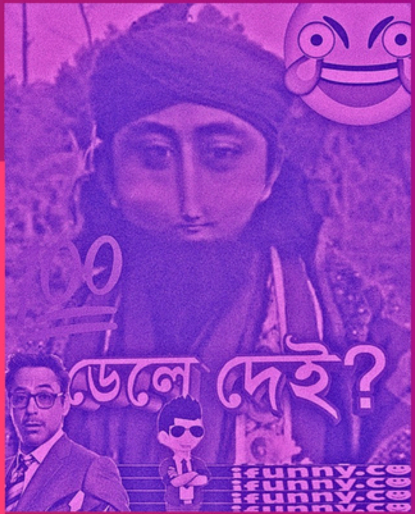

মুদ্রা-কামী/AR25

অনেকের কাছে মনের ভাব প্রকাশে memeই মনের নিকটস্থ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল হয়ে উঠল কি তবে? বা কারো বা কোন নির্দিষ্ট বয়সী লোকদের পাওয়ার পজিশন কি অনেক সময় এই দিকে ঠেলে নিয়ে আসে যে সার্কাজম ছাড়া অন্য কোন ভাবে উনাদের কথা একসাথে অনেক লোকের কাছে হয়ত চাওর হয় না তাইলে বা তার মানে কিছু মানুষের চিন্তা প্রক্রিয়ার উপর বা আবেগ এক্সপ্রেস করার উপর meme একটা ইণ্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হয়ে চাল দেয়ার মত পাওয়ারফুল ঘটনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হইল? নাকি meme শুধুই রিয়ালিটির পেরেশানি বা প্যারাকে হজম করার প্রক্রিয়ায় শুধুই ছড়া কাটার মত কিছু ভিজ্যুয়াল কমিক রিলিফ—এর বেশি কিছু না?

অবশ্য meme এরও কতক রকম genre আছে/থেকে থাকবে।

এখন meme বলতে অনলাইনে বা সোশ্যাল মিডিয়ার বাজারে আমরা যা বুঝি সেই বিষয়গুলি, ‘ফান’গুলি, মার্কিং গুলি, এক্সপ্রেশনগুলি অনলাইনে, ব্লগে বা স্যাটায়ার হিসেবে, গ্যাগ হিসেবে, কার্টুন হিসেবে প্রিন্ট মিডিয়ামে আমাদের মধ্যে কোন না কোন ভাবে তো ছিলই। ডকিন্স সাহেবও কোন একটা এন্টিটি বা আইডিয়ার নানান কায়দায়, নানান পরিস্থিতিতে বা ডায়মেন্সনে নিজেকে বারবার রেপলিক্যাট করে একটা সার্ভাইবাল মেশিনের মারফতে টিকে থাকার ঘটনা-রাজনীতিকেই ইঙ্গিত করছিলেন মনে হয়। তাইলে কি এইটা বলে ফেলা যায় যে, যে বিষয়গুলি, ‘আইডিয়া’গুলি, চিন্তাগুলি, নখতাগুলি, মার্কিংগুলি, সার্কাজমগুলি, ট্রলগুলি, মশকরাগুলি, ডিফেন্স ম্যাকানিজমগুলি, কমিক রিলিফ প্রবণতাগুলি সমাজের মধ্যে, ভাষার মধ্যে নানান ভাবে, ভঙ্গিমায়, ফর্মে ছিল ঐগুলির চলতি সার্ভাইবাল রুপ হিসবে আমরা যেটা এক্সপেরিয়েন্স করতেছি এখন ঐটাই meme হিসেবে একটা চিন-পরিচয় পাইয়াছে।

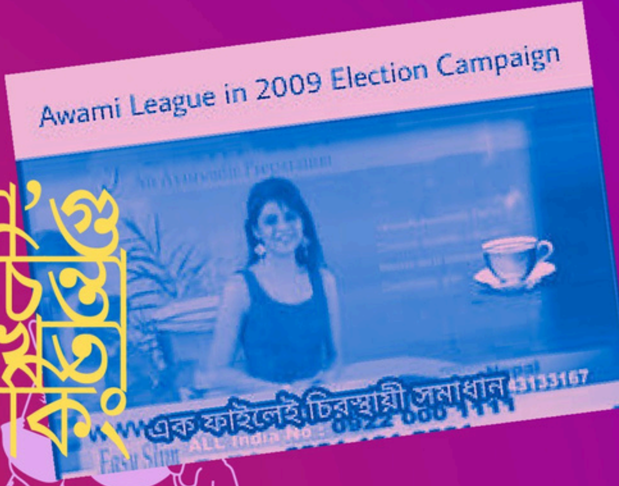

‘আইডিয়া’গুলি, চিন্তাগুলি, নখতাগুলি, মার্কিংগুলি, সার্কাজমগুলি, ট্রলগুলি, মশকরাগুলি ডিফেন্স ম্যাকানিজমগুলি কমিক রিলিফ প্রবণতাগুলি

একটা রিলেটেবল মিনিং বা কনটেক্সগুলি টার্গেটেড মজারুদের আগে থেকেই জানা থাকার ব্যাপার থাকে। তাতে দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য দুনো মানেই হয়ত এস্তেমাল করা যায়।

Meme কালচারের একটা মজা হচ্ছে এই যে, এইখানে সম্ভবত প্রকৃত meme বলে কিছু নাই বা এই কপিরাইট ও ব্যক্তি মালিকানার রমরমা সময়ে কোন meme কে বানাইল বা একজন memer এখনো স্পাইডারম্যানের মত একটা ভাইব দেয়া চরিত্র যার ঐভাবে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সিলসিলা meme এর উপর লাগায় দেয়ার দরকার বোধ তেমন জরুরী না হয়ত। তবে কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের কারিকুলাম ভিটায় ex memer হয়ত একটা বাড়তি মাজেজা যোগ করে থাকতে পারে।

Meme এর মধ্যে যে ভাষার ম্যাকানিজম আছে তা একই সাথে ভিজ্যুয়াল এবং ভিজ্যুয়াল একটা সিচুয়েশনের মারফতে আরেকটা ঘটনাকে রিলেট করে বা ইন্টারপ্রেট করে। যেটার মানে বা ব্যাক স্টোরি না জানলে ইঙ্গিতটা বা মজাটা ক্রিপ্টোই থেকে যায় মনে হয়। মানে একটা রিলেটেবল মিনিং বা কনটেক্সগুলি টার্গেটেড মজারুদের আগে থেকেই জানা থাকার ব্যাপার থাকে। তাতে দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য দুনো মানেই হয়ত এস্তেমাল করা যায়।

ভাষার চাল চলন ও নকশা বুঝতে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ব্যাকরণ ব্যবহার করেন। meme ভিজ্যুয়ালি ভাষার উপর একরকম একটা দুষ্টামি বা নতুন করে একটা আবেদনা ও ব্যঞ্জনা তৈয়ার করেছে। ব্যাক স্টোরি না জানলে বা রেফারেন্স পয়েন্ট না জানলে অধিকাংশ সময় হয়ত কোন একটা নির্দিষ্ট meme এর মজাটা লুটা যায় না। যেমন অনেকটা এরকম যে, ঢেঁকি স্বর্গে গ্যালেও ধান ভানে। এখন এটা নিয়ে আমরা meme বলতে যা বুঝি সেই ফরমেটে একটা meme তৈয়ার করা যায় যে, একটা ঢেঁকি সত্যি সত্যিই বেহেশতে গিয়েও ধান ভানার 'ঘর' বা 'কাজ' খুঁজতেছে।

বা এরকম হইল যে, একটা ঢেঁকির কোন কারণে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় নাই। নরকবাস হইছে তার। নরকে গিয়া সে দেখল যে, দুনিয়ার প্রবাদ পরকালে খাটে না। একজন নিয়োগপ্রাপ্ত ফেরেশতা মরহুম ঢেঁকিকে বলতেছে যে, নরকেই আসলে ঢেঁকিকে ঢেঁকিগিরি করতে হবে। বেহেশতে তো চালের কল আছে বা কেউ বাঞ্ছা করলেই তো ধান থেকে চাল হয় বা এরকম।

রাজু পারবে/AR25

'ঢেঁকি আর কিছু পারে না তাই ধানই ভানে'

'ঢেঁকি আর কিছু পারে না তাই ধানই ভানে'

কিন্তু 'ঢেঁকি স্বর্গে গ্যালেও ধান ভানে' এটার ভেতরের মানেটা কি সম্ভবত এই যে, স্বর্গে বাঞ্ছা করলেই ধান থেকে চাল হয়ে যায় বা ধান ভানা হয়ে যায় তাও ঢেঁকি তার স্বভাবদোষে বা গুণে নিজের যে আচার-ব্যবহার ঐটা ছাড়তে পারে না।

quora তে একজন লিখছেন যে, 'ঢেঁকি আর কিছু পারে না তাই ধানই ভানে' বা এটার 'আসল' মানেটা হল যে, যার যে ভাগ্য কিংবা মন্দভাগ্য ঐটা ফিজিক্যাল বা সময়ের ডায়মেনসন বদলাইলেও চেঞ্জ হয় না। অভিধানের রেফারেন্স এরকম কিছু একটাই সম্ভবত। পণ্ডিতগণ নিশ্চই বাছবিচার করেই লিখেছেন।

কিন্তু 'আসল' মানে, একটু 'কম আসল' মানে বা 'বদলানো মানে' বা 'ভুল মানে' বা ভুলে যাওয়া 'আসল' মানে— সবগুলি 'মানে/ মিনিং' মিলায়ে ঝিলায়েই ভাষার জালে বা যে কোন একটা শব্দের বা বাক্যের বা প্রবাদের কালেক্টিভ মিনিং এর জায়গাটা ব্যবহারিক ভাষার চর্চার মধ্যে রেপলিকেট হইতে থাকে, প্র-চলিত থাকে।

আবার কথা হচ্ছে যে, ঢেঁকির উপর এই যে ভাগ্যের ট্যাগ লাগায় দেয়া যেন ঢেঁকি হচ্ছে এক ভাষার রিল্মে নিষাদ রাজপুত্র একলব্য যার ভাগ্যের পরিহাস এড়ানো যাইতেছে না ডায়মেনসন বদলালেও বা ঢেঁকির ভাগ্যচক্র মহাভারতের কর্ণের মত কিছুটা। এবং ঢেঁকি গ্রামদেশে মূলত মেয়ে মানুষেরাই ভানে। তো ঢেঁকির এই স্বর্গীয় মন্দভাগ্যের সাথে গ্রামীণ মেয়ে লোকের যোগ একটা ভালই পরিহাস আরকি। আবার আছে, কয়লা ধুইলেও ময়লা যায় না।

মীনাও পারবে/AR25

টেমপ্লেটগুলি 'উপমা' কিনা বা উপমার ভেতর যে ভিজ্যুয়াল সম্ভাবনা থাকে memeএর অধিকাংশ টেমপ্লেটগুলি এটাকে আরও বিশদভাবে স্পষ্ট করে কি?

এগুলি একরকমের ট্যাগিং হয়ত আসলে। বর্ণপ্রথার মত না হইলেও কাউকে না কাউকে কর্মদোষে বা ধরা খেয়ে সময়ে অসময়ে এই প্রবাদ প্রবচনের মাধ্যমে 'সিগনিফায়েড' হইতে হয়।

এখন এই দুইটা হইল একটা প্রবাদ। এখন এই দুই বাক্যের ভেতরের যে মানেটা হয় সেইটা দিয়ে বা যে কোন প্রবাদ বা প্রবচন এবং বাগধারা দিয়ে আমরা চারপাশের নানা ঘটনাকে মার্কিং করতে থাকি। যেটা অনেকটা মৌখিক বা কথ্য ফরমেটের খেলা বা মৌখিক বা কথ্য ফরমেটের মধ্যে যে খেলাটা আগে থেকেই ছিল ইন্টারনেট meme তার একটা হাইব্রিড দশা আরকি।

তো প্রবাদ প্রবচনের মধ্যে মোটা দাগে দুইটা মানে থাকে বা একটা বলে আরেকটাকে বোঝায়। meme এর মধ্যেও এই ব্যাপারটাই ভিজ্যুয়ালি ঘটে কিনা? বা meme এর টেমপ্লেটটা বা টেমপ্লেটের মধ্যে এই তুলনার আলঙ্কারিক দশা—'উপমা' থাকে কিনা? মানে টেমপ্লেটগুলি 'উপমা' কিনা বা উপমার ভেতর যে ভিজ্যুয়াল সম্ভাবনা থাকে memeএর অধিকাংশ টেমপ্লেটগুলি এটাকে আরও বিশদভাবে স্পষ্ট করে কি? এবং একই সাথে নতুন কনটেক্সট নির্ভর 'উপমা' তৈরিও করে হয়ত।

মানে টেমপ্লেটগুলি অধিকাংশ সময় আসে সমসাময়িক বা জনপ্রিয়/পপুলার বা টার্গেট ভোক্তাদের চেনাজানা ভিজ্যুয়াল কোন সুত্র থেকে বা ভাইরাল হওয়া কোন ঘটনার উৎপাত থেকে। তাহলে meme এর টেমপ্লেটগুলি একই সাথে নতুন নতুন উপমা বা ভিজ্যুয়াল উপমার যোগান দিচ্ছে যেটা একই সাথে নতুন কোন কালচার বা আইকনের রেফারেন্সও নিজের মধ্যে ধারণ করার সক্ষমতায় পুষ্ট আরকি এবং এটার মধ্যে দিয়ে ভাষার উপর শিক্ষিত বা কালচারাল এলিটের যে আধিপত্য এটা অনেকটা কমে আসছে কি?

যেমন—ডিপজল,

ঽকিছিমেরজিঝেক/AR25

আর দ্যাট অকওয়ার্ড মোমেন্ট এর যে ছোট ছোট এক্সপ্রেশনগুলি ভিজ্যুয়ালি টেক্সটের এপিসোডিক নেরেটিভ কি ভাঙতে

ব্যাকরণ পণ্ডিতদের চর্চার বিষয়। ভাষা শিক্ষা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন দুনিয়াদারি চেনার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্কুলিং মানে প্রাতিষ্ঠানিক সিম্বলের ইস্কুলিং যেটা সিস্টেমের অংশ হিসেবে আমাদেরকে একোমোডেট বা অন্তর্ভুক্ত করে বা সমাজের রাষ্ট্র হওয়া আইন মানার প্রথম ছবক দেয় হয়ত। লাকা সাহেব এরকম কিছু বলে থাকবে হয়ত।

ব্যাকরণ এর মধ্যে বাক্য তৈরি বা কথা বলা এবং লিখার বিভিন্ন রকমকে অনেকগুলি কাঠামো বা ফর্মার মধ্য দিয়ে ভাষার বিভিন্ন প্রবণতাকে আবিষ্কার ও ব্যাখা করার যে কেতাবি কায়দা-কানুন সেখানে সমাসের অধ্যায়ে meme কিছুটা এনার্কি তৈরি করে নিজেকে ঠেলে নিয়ে যায় কি না? মানে একটা পরিস্থিতি বা দশাকে বোঝাতে যে টেমপ্লেটগুলির ব্যবহার তা অনেকটা সময়ই পরোক্ষ বা উপমান এবং প্রত্যক্ষ বা উপমিত বস্তুর মত একটা ঘটনার বা মুহুর্তের টেমপ্লেটে বা ভিজ্যুয়াল রেফারেন্সে আরেকটা ঘটনাকে বোঝানোর পায়তারায় লিপ্ত হয় কি না?

আর দ্যাট অকওয়ার্ড মোমেন্ট এর যে ছোট ছোট এক্সপ্রেশনগুলি ভিজ্যুয়ালি টেক্সটের এপিসোডিক নেরেটিভ কি ভাঙতে থাকে কিনা? মানে উপন্যাস বা ছোটগল্পের উপর বা কথাসাহিত্যের সাথে বা কবিতা এজ এ ফর্ম এর সাথে meme সাহিত্যের কোন ক্ল্যাশ হয় কিনা? বাজারের কমিনিকেশন মডেলে meme এখন একই সাথে আওয়ামী লীগ, হেফাজত, বিজেপি, ফরহাদ মজহার, ডোনাল্ড ট্রাম্প, বা বার্নি স্যান্ডার্স?! (২০২৩)

ছিনেমা শিল্পের উপরও মনে হয় meme এর আছর পড়েছে। মানে, নতুন কোন মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির ক্লিপ বা স্টিল দিয়ে যদি meme হইতে থাকে অনলাইন ইউনিভার্সে, ঐ ছিনেমার meme ভার্সন সবাই মিলে তৈয়ার করল যেন। intertextuality না কি যেন বলে মনে হয় ব্যাপারটাকে। কুকেট খেলা, এনসিপির জনসমাবেশ, সরাস্ট্র উপদেষ্রটা, ব্যাচেলর পয়েন্ট এইরকম নানারকম উপস্থিত ইভেন্টগুলির মধ্যে এবং এগুলির ‘কর্তাসত্তা’অলাদের মধ্যে meme মারফতে চলমান সংলাপ (এবং জনগণ কিভাবে হজম করতেছে ব্যাপারগুলি) রচনা হচ্ছে।

একটা ছিনেমার কোন একটা সংলাপ কোন একটা চরিত্র কেন বলছিল, সেইটা আর জানার প্রয়োজন পড়তেছে না। আমার আজকে মন ভাল নাই, আমি জাপানি ছবির ডায়লগঅলা স্টীল মনোগ্রাফ শেয়ার দিয়ে ভিজ্যুয়ালি আমার মনের খবর ইশারায় জানান দিতে পারি। ছায়াছবির ছিনগুলি পটেনশিয়াল meme এর টেমপ্লেট হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে এই ভ্রমসম অন্তর্বর্তীকালীন কন্টেন্টের বাজারে সামিল থাকতে পারল। এলগোরিদম আর সার্ভাইলেন্স পুঁজির বাজারে আমরা বিনা বেতনে নিয়োজিত থাকতে পারলাম cultural commodity বা কন্টেন্ট রচনা ও সার্কুলেশনে, ফান করতে করতে। টেক অলিগার্লকরা পারল ডাটা মাইনিংএ পয়সা করতে। (২০২৫)

Meme, Medium, and Class—Aninda Rahman

A meme is a medium, a content, a format, and an aesthetic. A meme is these four things, isn’t it? If you break down form or format, you get syntax. A meme has a syntax—like in generative language, where linguistic structures can be broken down into noun phrases and other kinds of phrases. So, what exactly do we mean when we say “meme”? We cannot fully explain it, or perhaps nothing can be explained as a single thing. It’s multidimensional. From which point do you recognise something as a meme?

Now, if we think of meme as a medium, then in this medium idioms survive. An ecosystem of idioms. Once upon a time, idioms survived in people’s speech: the wings of ants appear before the rain, the louder the thunder, the less the rain etc. etc. proverbs were long used in oral culture. But by the 1990s in Bangladesh, idioms had become a graveyard of dead expressions, an artificial way of speaking. When citizens spoke in idioms on stage or in plays, no emotion was evoked. It seemed like a senseless blazer. For instance, in the middle of a play someone says: the more it roars, the less it pours. In a 19th-century drama this was acceptable, but in a 20th-century video fiction, it no longer worked. Why? Because people were already shifting these idioms out of living speech—storing them in textbooks, in grammar books.

BUT THAT STORAGE SHIFTED AGAIN AROUND THE 2010S, WHEN SOCIAL MEDIA USE SPREAD, WHEN COMPUTERS, MOBILES, SMART DEVICES, AND IMAGE SHARING BECAME EASIER. IDIOMS FOUND A KIND OF REHABILITATION THERE. THE SAME HAPPENED IN TELEVISION DRAMAS. WHY WAS HUMAYUN AHMED SLIGHTLY DIFFERENT HERE? BECAUSE IN HIS DRAMAS THE CHARACTERS DID NOT SPEAK IN THE IDIOM-HEAVY STYLE OF WEST BENGAL. HIS CHARACTERS AND PLOTS DID NOT CONTINUE THE TRADITION OF A DEAD IDIOMATIC LANGUAGE. HUMAYUN AHMED CREATED A DISCONTINUITY.

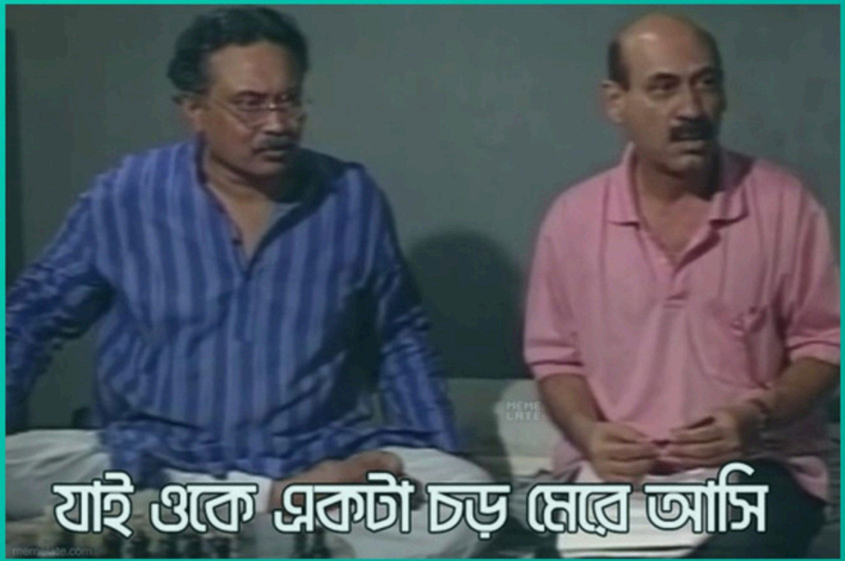

Idioms or proverbs are also didactic summaries, like Aesop's fables. But whether you know Aesop or not is not really the point, is it? The interesting part is that the dialogues of Humayun Ahmed's dramas–and older Bengali dramas too–survive today because they entered meme culture. A film or drama must find relevance in its contemporary medium, which today means entering Instagram, TikTok, the algorithm–one way or another.

So, survival depends on relevance. But memes do not always need to retain a connection with their original context. For example, someone who has never seen a Truffaut film might share a meme from it to express a personal condition–something not present in the original film. That's a Derridean "deferred meaning." The original meaning is deferred. But in the case of Humayun Ahmed, the memes remain closely tied to the original. Faruk in the original drama is still Faruk in the meme. That closeness gives Humayun Ahmed his solidity.

This is where chains of meaning, self-reflexivity, and self-referentiality come in. In Humayun Ahmed's texts, the original work, the memes, and the fandom bubble resemble the cinematic universes of superheroes. There's a kind of self-awareness—like breaking the fourth wall, speaking directly to the audience. Think Deadpool, Fleabag; even some Bengali films do this, or soliloquies in theatre.

But not every meme requires prior knowledge. Sometimes memes act as cultural capital—tokens accumulated or circulated. Feluda memes work within one group, Žižek memes within another. This is an exchange of cultural capital. Yet the difficulty of understanding some memes is not an essential feature of meme itself—just as watching football does not require knowing who plays in PSG or the Bundesliga. The game can be enjoyed at a basic level. But when football knowledge is made exclusive, it creates hierarchies. Similarly, some memes demand entry requirements.

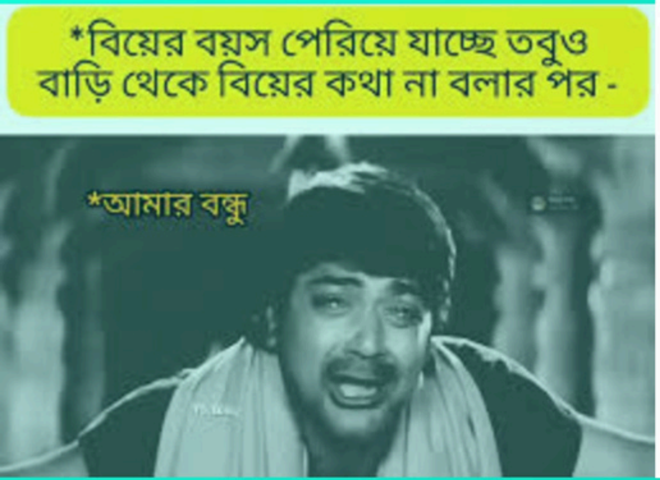

Still, exclusivity does not always mean hegemony. A private club can be exclusive, but it becomes hegemonic only when it bars entry to “Indians and dogs.” By contrast, if Indians or dogs create their own club, that's exclusivity without hegemony. So, a football meme page, for example, might not be hegemonic—it's not necessarily claiming superior cultural capital, just a kind of coolness. The problem begins when cultural capital is used hierarchically. Specialised memes—medical memes, geek memes, insider jokes—functioned once in message-board communities. They are exclusive but not necessarily hierarchical. Yet hierarchy creeps in, as with Bengali spelling. Mispronunciation or misspelling gets mocked, creating stratification. Doctors' meme pages are more widely followed than house painters' meme pages, because doctors already carry social status. There, exclusivity and hierarchy overlap.

CLASS ANTAGONISM PLAYS A ROLE. THE BOURGEOISIE OF BANGLADESH—AND OF ANY SOCIETY—ARE DEFINED BY CLASS ANTAGONISM. MEMES TOO RISK BECOMING BOURGEOIS LITERATURE. AFTER ALL, LITERATURE ITSELF HAS LONG BEEN BOURGEOIS LITERATURE, HASN'T IT?

Exclusivity can also be purchased. The superhero movie universe, for example, demands investment—cinema tickets, Netflix, torrents, data. Without access to these, one cannot always understand the memes. This creates merchandise and by-products of a brand. In this sense, some may dismiss all memes as “commodity literature.”

22/01/2022

কবিতা সাহিত্যের একটা শাখা না [কেবল]। কবিতা একটা হিউম্যান ফাংশন যেটা হিউম্যান বিইংস আর কেপাবল অব ডুইং। সাহিত্য একটা ক্যাটাগরি এবং সেটা হল কনটেন্ট এর ‘কনটেইনার ক্যাটাগরি’, এই সাহিত্য জিনিসটা। যেরকম ‘কথা সাহিত্য’, এই সাহিত্য, ঐ সাহিত্য, অমুক সাহিত্য, ফোক সাহিত্য হ্যান ত্যান মিলে একটা সাহিত্য। যে এগুলাই হচ্ছে সাহিত্য। এর মধ্যে কবিতা আছে, গল্প আছে, উপন্যাস আছে, বিভিন্ন জনরা আছে। ঠিকাছে? সাহিত্যের চোখে কবিতা একটা জনরাই। কিন্তু কবিতা ইটসেলফ একটা হিউম্যান ফ্যাকাল্টি।

সেরকম meme বলতে এখন যেটা বোঝানো হচ্ছে—যেটা বায়োলজিস্টরা বুঝাইল, সেটা আসলে সাহিত্যের মতো একটা কন্টেইনার। কিন্তু meme অলসো একটা হিউম্যান ফ্যাকাল্টি যেরকম কবিতা হচ্ছে একটা হিউম্যান ফ্যাকাল্টি।

এখন সমস্যা হচ্ছে, এখন তো meme এর পরও আরও অনেক কিছু আসছে। এখন একটা এক্সটেনশন হইছে না শুধু, একটা রেভুলেশনও হইছে। আমি meme শেয়ার না দিয়ে reel শেয়ার দিচ্ছি। reel এর রিএকশন বানায়ে সেটা শেয়ার দিচ্ছি। এগুলোকে meme বলতেছি না readily। এরকম একটা shift হইছে।

—এটা কি কোন departure point যে, এটাকে এখন আর meme বলা যাচ্ছে না নাকি এটা same facultyর extension?

তাইলে অনেক আগে থেকেই meme আছে কিন্তু ... আর সাহিত্যিকিকরণ বলতে যে একটা ব্যাপার আছে ঐ প্রক্রিয়াকরণটা নিয়ে কথা বলতেছি।।

—meme বিশ্বেও [সাহিত্যিকিকরণ] observe করা যায় কিনা?

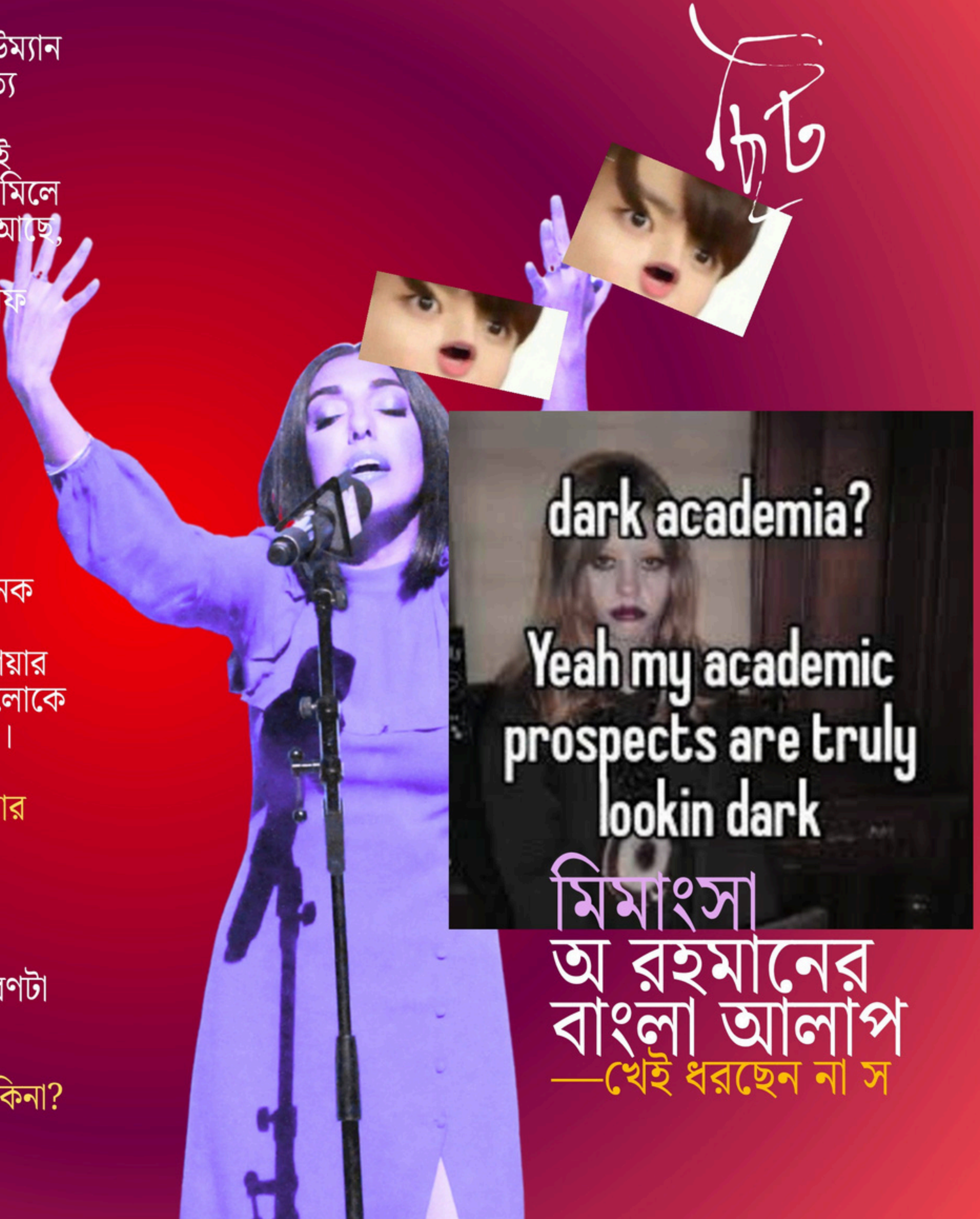

মিমাংসা
অ রহমানের
বাংলা আলাপ
—খেই ধরছেন না স

Hey Boy,

যেমন সাহিত্যে নিয়ম থাকে, মোড়ল থাকে, কোনটা সাহিত্য আর কোনটা সাহিত্য না এরকম জাজমেন্ট, ইস্যু ঠিস্যু থাকে, ঠিকাছে না? Memer আসলে কে? কবি না কিন্তু।

মানুষের ভাষার মধ্যে কবিত্ব আছে, হিউমার আছে, চুটকি আছে, শ্লেষাত্মক কথা থাকতে পারে, বচনের তো নানা রকম ভ্যারিয়েশন আছে। কিন্তু দুইজন মিলে কয়েকজন শ্রোতার সামনে সাহিত্যিক আলাপ করলে বা সাহিত্যিক আড্ডা যেমন ঐরকম দুইজন যদি meme এ meme এ কথা বলে যদি তাহলে কেমন হবে? একটা সাহিত্যিক আড্ডার মতন? এখানে একটা মধ্যবর্তী জিনিস ঢুকছে মানে এটা এক ধরণের সাহিত্যিক ভারনাক্যুলার কিছু একটা। মানে এটার মধ্য একটা সাহিত্যপনা আছে, meme এর মধ্যে।

সাহিত্যের মধ্যে একটা যে এপিসোডিক ব্যাপার আছে। meme ঐটাকে অনেকগুলি single frame এ বা ছোট ছোট frame এ ভাগ করে আনছে। এইটা হয়ত meme এর এক প্রকার সাহিত্যবিরোধী শক্তি আরকি। বা এভাবে হয়ত meme গতানুগতিক সাহিত্যকে বা সাহিত্যপনাকে attack করে।

মানুষের মুখের ভাষায় যে সব এলিমেন্টগুলি ছিল সেই সবগুলি এলিমেন্ট যে meme এর মধ্যে ঢুকে গ্যাছে এতে যে একটা episteme শিফট হইছে, epistemic violence বলছে যেমন মিশেল ফুকো, যখন episteme শিফট হয় তখন

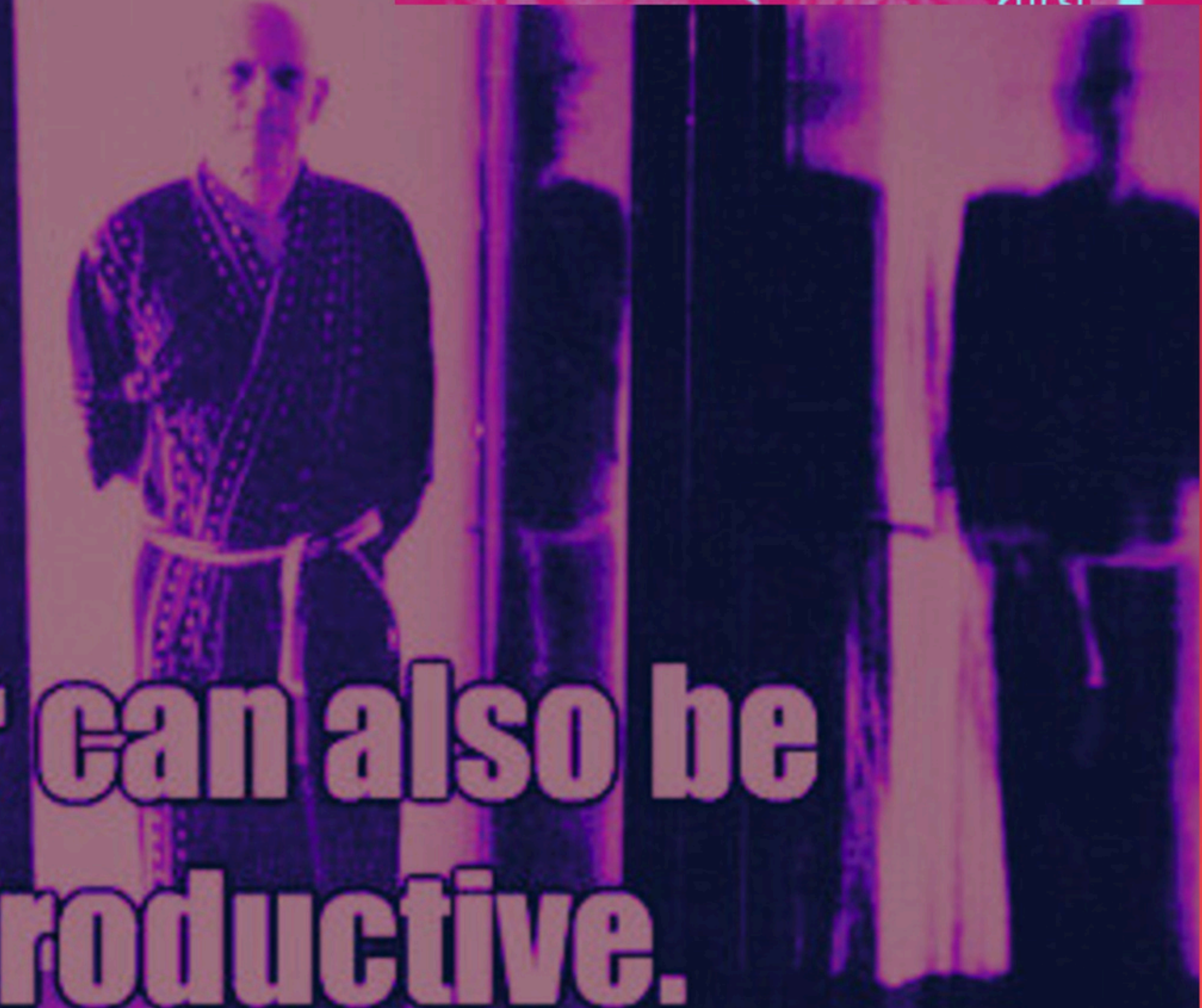

অনেক কিছু হারায় যায়। নতুন epistemএ সব ট্রান্সফার হইতে পারে না।

—Pun গুলা থাকতেছে, একটু কাহিনীঅলা জোকগুলা কম আরকি memeএ [রক্ষা পাইতেছে]

হ্যাঁ, এটাই আমি বলতেছিলাম। এরকম আরো কিছু জিনিস হয়ত [epistemic] ভায়োলেন্সের শিকার হইছে। আবার ভায়োলেন্সের শিকার হয়ে একবারে গায়েব হয়ে যায় নাই। reel হয়ে ফেরত আসতেছে। longer narrative বা personal life narrative কিংবা experience sharing যে আছে, এগুলাও আসছে। technology টাকে support করতেছে। technical support এর অভাবে [যা]একটু বাড়ি খাইছিল।

Meme আসলে সাহিত্যের কবলে পুরাপুরি পড়ে নাই।

—বাংলা meme এর চরিত্ররা...

বাংলা[দেশী] নাটকে মোশাররফ করিমের চরিত্ররা এবং কালচারাল এলিটের রুচির মধ্যে সংঘর্ষ আছে একরকম।

—বাংলা [=বাংলাদেশী] নাটকে মোশাররফ করিমের চরিত্ররা একরকমে চলমান meme।

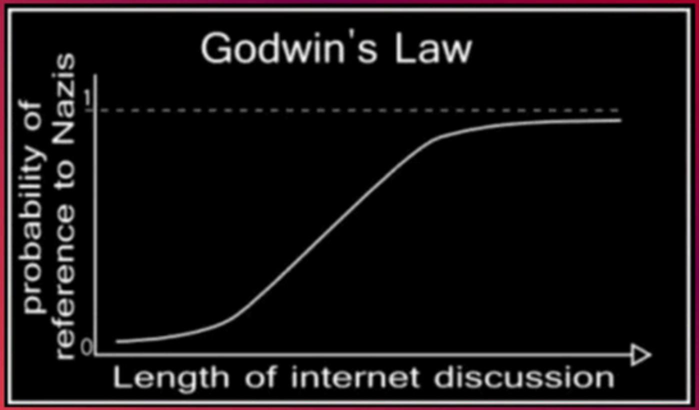

Lit fest এ জয় গোস্বামী এসে সে সময় মোশাররফ করিমকে নিয়ে একটা কবিতা লিখছিলেন। বেশ বিনত, একটা উচ্চস্থানে জায়গা দিয়ে। ঢাকার সাহিত্যিক এলিটদের অনেকেই এই ঘটনার পরে বেশ ফিউরিয়াস হয়ে গ্যাল মনে হইছিল। একটা শ্রেণিবিদ্বেষমূলক এলার্জিক রিয়্যাকশন হইছে অনেকের—তারা যে সব জায়গায় value বন্টন করে রাখছিল- ধরেন যেমন

১০০ টাকার সাহিত্যবোধের ৫ টাকা জয় গোস্বামীর মাথায়

এই মুহূর্তে আছে, ঠিকাছে? সেই ৫ টাকার লোকটা এরকম একটা পঁচা কাজ করতেছে! মানে তাদের ৫% শেয়ার ঐখানে অ্যাট স্টেইকে, এই কারণে তারা ঐটা রিঅ্যাক্ট করছে।

বা হিরো আলমকে নিয়ে অনেকের ঘৃণা, এটা আনজাস্টিফাইড।

—হিরো আলমের সাথে ওবায়দুল কাদের এর পার্থক্য কতটুকু এখন?

পার্থক্য নাই। মানে কোন দিনই কারো সাথে কারো তেমন কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্যের আলাপটাই বাদ দিয়ে দেখা যায়। কারণ,

ওবায়দুল কাদের নিজগুণে meme, হিরো আলম নিজগুণে meme। মানে ঐভাবে চর্চিত বিষয়। এবং দুই জনের চর্চার মধ্যে সেই গ্রাম্য হিউমার ব্যাপারটা আছে। গ্রামীণ হিউমার- তারা যে লোক জড়ো করে একট অকওয়ার্ড কাজ করতেছে, [সেইটাই] তাই না? মানে ওবায়দুল কাদেরের কি অকওয়ার্ড? ওবায়দুল কাদের লোকটা কিন্তু অকওয়ার্ড না। ওবায়দুল কাদেরের কথাবার্তা অকওয়ার্ড না। ওবায়দুল কাদেরের ডিকশনটা হচ্ছে অকওয়ার্ড। তার ডেলিভারিটা হচ্ছে অকওয়ার্ড ডেলিভারি, ঠিকাছে না? যেভাবে কথা বলে ঐটা।

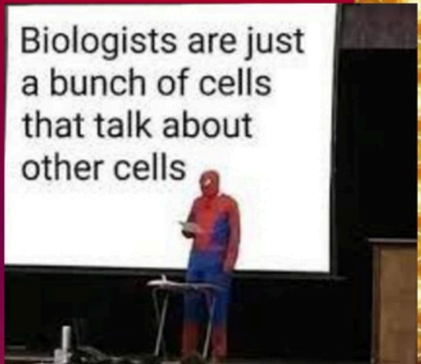

—ওবায়দুল কাদের কিভাবে meme হয়ে উঠলেন? Meme হয়ে উঠার মাধ্যমে উনি নতুন মানুষজনের মধ্যে পৌছাইতে পারলেন, এভাবে তার কনটেম্পরারিটিটা থাকতেছে আরকি?

এখানে একটা গূঢ় কথা আছে। সেটা হল যে, Meme এর মধ্যে কিছু taboo issue থাকে। যে taboo গুলো নাড়াচাড়া করতে পারা যায় না কিন্তু meme দিয়ে চালায় দেয়া যায়। normal ভাষার মধ্যে ঐ tabooটা বলা যায় না, বা কিছু information আছে যেটাকে মানুষজন জানে, সে বিষয়ে সবারই জানাশোনা আছে, collective একটা ধারণা আছে কিন্তু collectively ঐটা নিয়ে তারা কথা বলতে চায় না, সেটা যে কোন কারণেই হোক। নিজেরাও এ বিষয়ে এত কথা বলে না।

যেমন, ওবায়দুল কাদেরকে নিয়ে কি করবে? ওবায়দুল কাদেরকে নিয়ে এম্বিগুয়্যইটিটা কেন? ওবায়দুল কাদের, উনার যে persona সেটা একটা গ্রামীণ চেয়ারম্যান persona, ইন্টারনেট মজলিসে তিনি inferior। culturally inferior। কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষ ওবায়দুল কাদেরকে ভালোবাসে। এটা একটা love-hate relationship। ওবায়দুল কাদের ইজ নট থ্রেট টু দেম। না। ওবায়দুল কাদের হচ্ছেন একটা relief। মানুষের তো রিলিফ লাগে, রাজনীতির মঞ্চেও লাগে।

—meme তো কমিক রিলিফের একটা ইয়াই।

ওবায়দুল কাদের যে perform করতে চাচ্ছেন এবং ফেইল করতেছেন হয়ত, সেটা কাদের চোখে?ওবায়দুল কদেরের যে ওরাটরি সেটার মধ্যে মফস্বলীয় একটা বিষয় আছে। বাংলাদেশের পলিটিক্সটা ঐ জায়গায় নাই যে জায়গা থেকে ও.কা. কথা বলতেছেন। এর জন্য সব সময় ফানি লাগতেছে কানে। এখন যেভাবে বক্তৃতা দেয়, যেমন—ভায়েরা আমার ... এভাবে বক্তৃতাটা দিবে না, ঠিকাছে? এখন অনেক ভাবে বক্তৃতা দেয়। even মির্জা ফকরুল একটা স্টাইল ডেভলপ করছেন তো ওবায়দুল কাদেরের স্টাইলটাই হচ্ছে ওবায়দুল কাদের।

উনি যে গোলাপ ফুলমুল সামনে নিয়ে কোট-টাই পরে ছবি দেন, এটা কিন্তু এখন গ্রাম্য কাজ। এই কাজটা এখন শহরের লোকজন করবে না, ঠিকাছে? কিন্তু উনি করতেছেন।

—ক্রিঞ্জ হিসেবে নিতেছে সোশ্যাল মিডিয়ার ইয়ুথ এণ্ড শহুরেরা?

হ্যাঁ, ক্রিঞ্জ! দ্যা ক্রিঞ্জ অব ওবায়দুল কাদের। এটা হচ্ছে ঘটনা। এই কারণে ওবায়দুল কাদেরকে আবার মানুষ পছন্দও করে। কারণ, ক্রিঞ্জ[কে] লোকজন পছন্দও করে। মানে, এটা তাদের ল্যাঙ্গুয়েজের কাছাকাছি কিন্তু। তারা করতেছে না হয়ত, কিন্তু তারাও এক সময় করছে। এক সময় তারাও খ্যাত ছিল। স্মার্ট বাংলাদেশের আগে কী ছিল? খ্যাত বাংলদেশ! খ্যাত বাংলাদেশ যেখানে যাইতে চায় ঐটাই স্মার্ট বাংলাদেশ।

—এখানে ইনফিউরিটি ঢুকায় দেয়া হইল না যে স্মার্ট হইতে হবে?

হ্যাঁ ইনফিউরিটি তো ঢুকানো হইছেই। এখন আমরা ইনফিউরিটি চালিত একটা জাতি সিঙ্গাপুরের মতো। মানে আমাদের আরও করার আছে অনেক কিছু। এই চাপ নিয়ে আমরা আরও বেশ কিছু বছর বড়টড় হব, ঠিকাছে?

যাই হোক, ওবায়দুল কাদের হচ্ছে খ্যাত বাংলাদশের ইয়ে। আইরনিক্যালি স্মার্ট বাংলাদেশ বলার সাথে সাথে—ধরণী দ্বিধা হও—ঐটা ফাঁক হয়ে গ্যাছে, এটা সো আইরনিক। এটা একটা ব্যাপার কিন্তু। ওবায়দুল কাদের খ্যাত বাংলাদেশের প্রতীক, তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ চাচ্ছেন—একদম জমিন ফাঁক হয়ে গ্যাছে—জমিনে ঢুকে গ্যাছে। এটা একটা মিথিক্যাল ঘটনা।

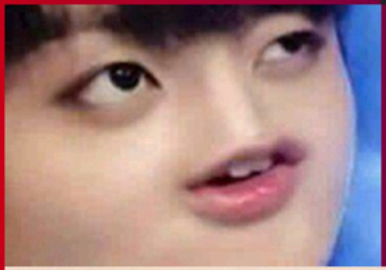

সো, ওবায়দুল কাদেরের ছবিটাই এনাফ (meme হিসেবে)? কেন এটার সাথে বাক্য add না করলেও হয়? কারণ এই খ্যাতনেসের থেকে উঠার সংগ্রাম বংলাদেশের প্রতিটা মানুষকে করতে হইছে। কোন না কোন দিন। কোন না কোন ভাবে। প্রায় প্রতিটা মানুষকে এই স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে যাইতে হইছে। হয় উচ্চারণ নিয়ে সমস্যা, দাঁড়ানো, খাওয়া, সে কিভাবে কথা বলে, বগল থেকে গন্ধ আসে নাকি এই প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে প্রতিটা মানুষের মানে যারা আরকি উচ্চ মহলে ... যে কিনা ওয়ার্কিং ক্লাস তার জন্য হয়ত ... মানে সেও চেষ্টা করে। সে চেষ্টা করে যেটা পারে না ঐটাকে উপরের থেকে খ্যাত বলে অ্যাকচুয়ালি, ঠিকাছে? গার্মেন্টস এর অ্যাস্থেটিক্স। গার্মেন্টসের মেয়েদের মতো কাপড় এগুলা বলা এক সময় খুবই নরমাল ছিল।

—ওবায়দুল কাদের ও মাসুদ ...

মাসুদ কিন্তু একটা রানিং গ্যাগ। শাহিন।

—এগুলার ব্যাক হিস্টোরিটা না জানলে কিন্তু কেউ আবার পুরা ব্যাপাটার মধ্যে ঢুকতে পারবে না।

মাসুদ কে? শাহিন কে? এই যে চরিত্রগুলা আরকি। যারা বাংলা meme হয়ে উঠছে তারা কারা? পাওয়ারের সাথে এদের সম্পর্কটা কেমন? মাসুদের বৈশিষ্ট্য ও পাওয়ারের সাথে তার সম্পর্ক?

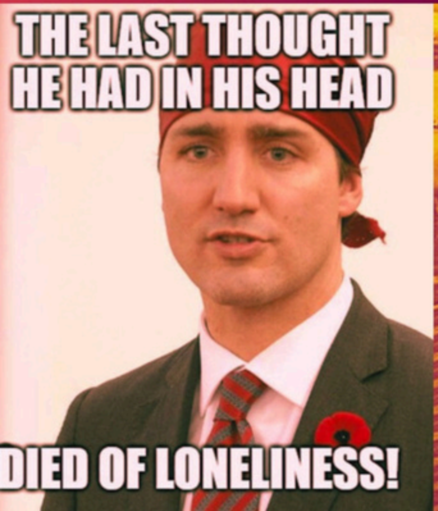

—এখানে একটা ব্যাপার আছে। যে কোন বিজ্ঞাপনে দুই ধরনের লোক থাকে। একজন বা এক দল ভুল করে এবং আরেক জন বা আরেক দল ঐ জিনিসটা খরিদ করে সে ঠিকঠাক আছে। ‘তোর সাবান কি স্লো নাকি রে?’ বা কেউ হয়ত বাজে ঢেউটিন কিনে বা কেউ হয়ত নগদে টাকা রাখে না মানে একজন থাকবে হয়ত যে মাসুদ। যে কিছু একটা গ্যাঞ্জাম করছে। আরেক পাশে ওবায়দুল কাদেরের চরিত্রে বিজ্ঞাপন করবে।

একটা শিক্ষামূলক।

ওবায়দুল কাদের, আবুল হায়াতের ক্যারেক্টার। টিনের চাল বিষয়ক মতামত সেই সবচেয়ে ভাল দিতে পারে, ঠিকাছে?

ওবায়দুল কাদের একজন খেটে খাওয়া লোক কিন্তু। উনি সাহিত্যও করছেন। দুই তিনটা বই লিখছেন। কিছু উপন্যাসও। actually হি ইজ এ ডিকয়। হি হোল্ডস নো পাওয়ার। হি ইজ নো-বডি। মানে প্রেসিডেন্ট যেরকম নো-বডি। হি ইজ হোল্ডিং এ প্রেসিডেন্টাল পোস্ট ইন দ্যা সিস্টেম। মানে ছোটখাট বিচার, গ্যাঞ্জাম যেগুলা এগুলা 'কাদের দেখবে'। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি, রাষ্ট্রের ভালো মন্দ এগুলার জন্য অন্য সেটাপ, কিছু লোকজন ওইগুলা নিয়ে কাজ করতেছে। মনে হয় না, ওবায়দুল কাদের স্টেটের ঐ পর্যায়ে influence আছে।

ওবায়দুল কাদের মিষ্টি আলাপ। আবার তথ্যমন্ত্রীর টোনটা থ্রেটেনিং। ওবায়দুল কাদের থ্রেট দিলেও ঐটা থ্রেটেনিং লাগে না। এটা পার্সেপশনের বিষয়।

21.3.2022

কোন জিনিসের consciousness আছে আর কোন জিনিসের কনশাসনেস নাই বা কোন ওবায়দুল কাদের যে perform করতে চাচ্ছে এবং ফেইল করতেছে হয়ত, সেটা কাদের চোখে?

জিনিসের নিজস্ব বিবেক আছে ...

—নিজস্ব বিবেক?

বিবেক আছে নিজস্ব না হোক। বিবেক ধরি একটা সামাজিক জিনিস কিন্তু কোন ইণ্ডিভিজুয়াল বা কোন এলিমেন্ট এর ভেতর দিয়ে এটা মেনিফেস্ট হয় ... এইটা নির্ধারণ করার ... এটার একটা হায়ারার্কি আছে। কার থাকবে কার থাকবে না। যেমন আমরা বলি যে যখন নিওলিবারালিজম বা ফৃ ট্রেড, লেইজে ফেয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি জিনিসপত্র আসছে তখন মার্কেট সম্পর্কিত আলাপগুলাতে দেখা গ্যাছে যে, মার্কেট কারেক্ট হয় নিজে নিজেই, নিজে নিজে মার্কেট নিজেকে কারেকশন করে, মার্কেট ফোর্স বলে একটা কথা আছে যে মার্কেটে কম্পিটিশন বাড়লে প্রাইস কমে বা মানুষের সুবিধা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

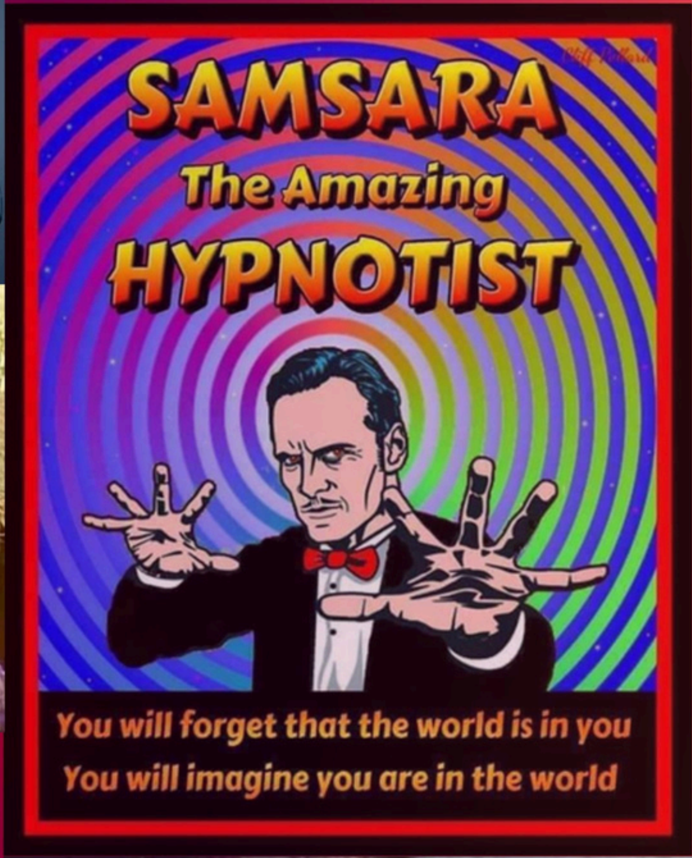

মার্কেটে হাত দেয়া যাবে না মার্কেট নিজে নিজে করবে মানে মার্কেট শুড নট বি রেগুলেটেড। ইটস এ সেলফরেগুলেটিং থিং। ফৃ মার্কেট। ফৃ মার্কেটের এর প্রথম কথাই হল এটা নিজে নিজেকে রেগুলেট করতে পারে মানে এটার একটা বিবেক আছে। এখানে ‘সে’ কোন হস্তক্ষেপ চায় না। হস্তক্ষেপ চায় না দেখেই এখানে এটার বিবেক কল্পনা করা হইছে।

হস্তক্ষেপ তো অবশ্যই [হয়, ডাহ]। মার্কেট তো সবসময়ই হস্তক্ষেপিত। এখানে মার্কেটকে যে সত্তা হিসেবে ভাবা হচ্ছে আসলে তো সত্তা না সিন্ডিকেট। মার্কেট ইজ অলওয়েজ রেগুলেটেড বাই ঐসব পিপল যাদের কাছে ক্যাপিটাল আছে, সিন্ডিকেট বা সার্টেন গ্রুপ অব পিপল।

মার্কেট কখনোই ফৃ না।

আর ফৃ মার্কেট যখন বলা হচ্ছে তখন হয়ত এরকম মনে হয় যে ও তো স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতেছে, ওর একটা বিবেক আছে-বুদ্ধি আছে, কম্পিটিশন হবে এখানে, মার্কেট নিজে নিজেকে ... মার্কেট কারেক্টশন বলে। মার্কেট কারেক্ট হচ্ছে। মার্কেট যেন একটা সত্তা। মার্কেটের পার্সোনিফিকেশন। মার্কেটের উপর এক ধরনের অ্যানথ্রোপোমর্ফিক ভ্যালু চাপানো হচ্ছে। মার্কেট তো আসলে কোন ঐ রকম কিছুই না। কিছু ব্যবসা করতেছে, কিছু ... ঐটা একটা সেট অব এক্সচেঞ্জ আরকি। meme এর ব্যাপারটাও এইটাই হইছে। মানে meme নিজে নিজে চলে। meme নিজেকে বাড়াইতে পারে। ভালো meme নিজেকে রাখতে পারে। খারাপ meme পারে না এইসব এইসব যেগুলা বলা হচ্ছে, এটা পুরা একটা মানে ... একে কেন আসলে একটা ‘বিবেক’ দেয়া হইল? প্রশ্নটা হইল ঐখানে।

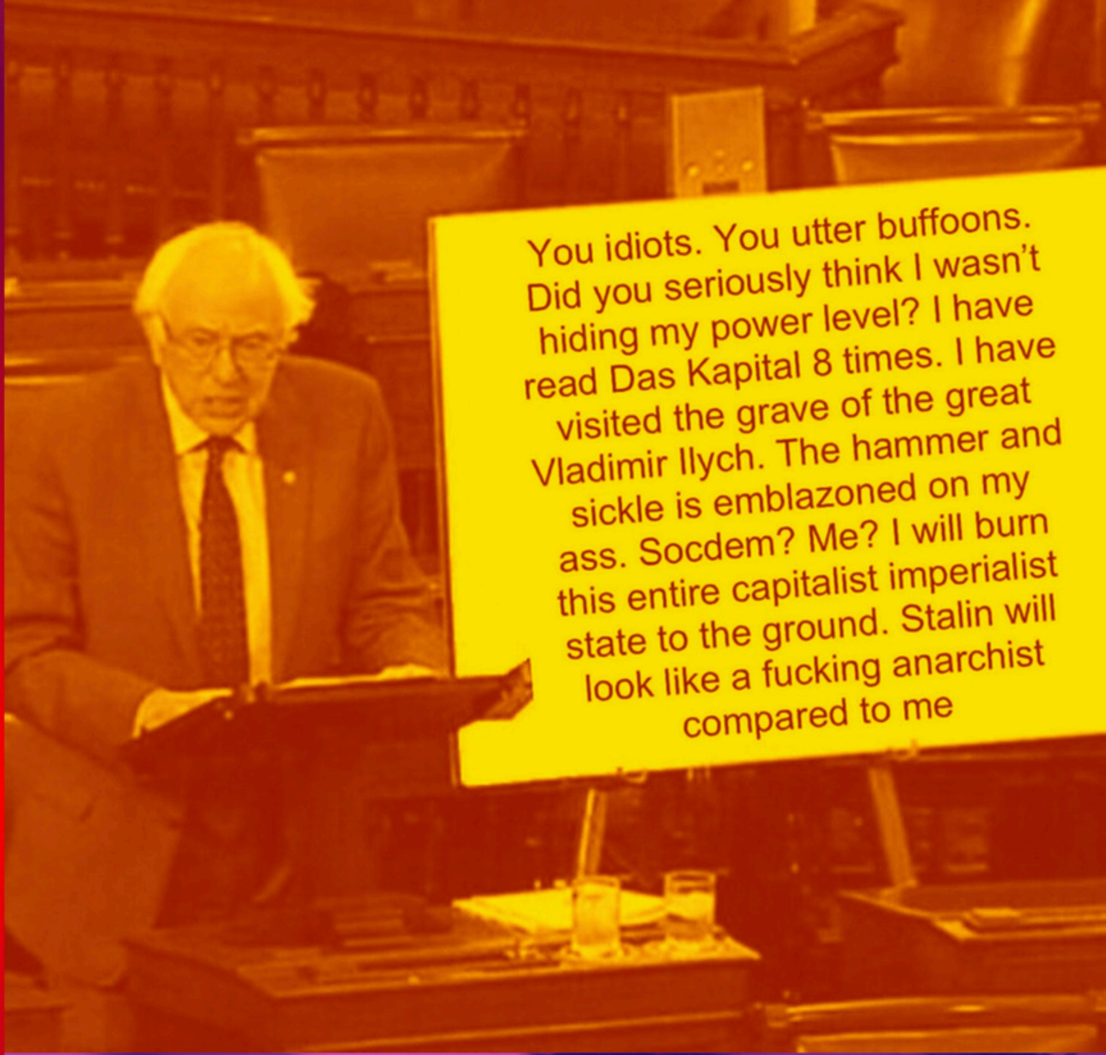

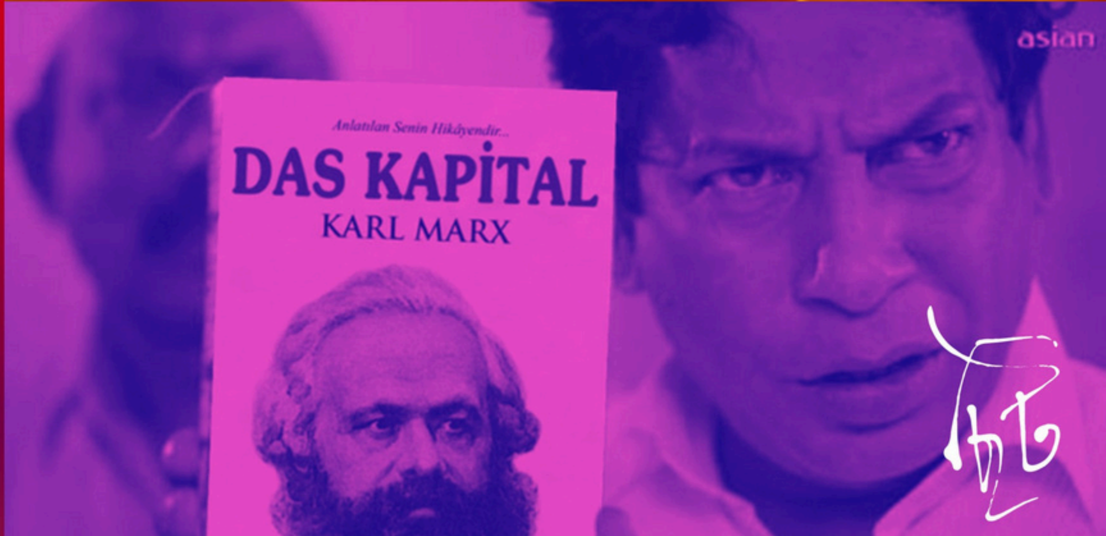

যেমন ফৃ মার্কেটকে বিবেক দেয়া হইছে না? বিবেক শব্দটা বারবার ব্যবহার করতেছি, একটু কনফিউজিং লাগতে পারে। ফৃ মার্কেটকে যেমন কনশাসনেস দেয়া হইছে একটা। মার্কেট একটা এনটিটি যেটা কিনা একটা ... মানে মানুষের মতো তার কনশাসনেস আছে বা একটা প্রাণবাদ, মানে একটা প্রাণবাদী ব্যাপার।

—মানে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিবে?

ঐটা অটোনমি। কিন্তু ওর সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আছে। ঐটা থেকে বলতেছি, ঐখান থেকে আসতেছি। মার্কেটকে একটা জিনিস ভাবা হচ্ছে যার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আছে এরকম একটা এনটিটি ভাবা হচ্ছে, ভাইবাই পুরা আলোচনাটা হচ্ছে।

—ভাইবাই মানে এই না যে সে নিজে করতেছে? বা কিছু লোকজন ব্যাপারটা নাড়াইতেছে?

হ্যাঁ, এই যে নাড়ানিটা অবসকিউর করে রাখা যায় এই অ্যান্ত্রোপমরফিক মাম্বো জাম্বো দিয়ে, হ্যাঁ? এরকমই এখানেও কোন একটা ঘটনা অবসকিউর হচ্ছে মানে বাদ থাকতেছে। যে কোন ইনফরমেশন যখন ... মানে ভাষা নিয়ে তো কেউ এইভাবে ভাবে নাই। ভাষায় যে বিভিন্ন শব্দ সর্বস্বীকৃত সেটা কিভাবে হইল, তাই না?

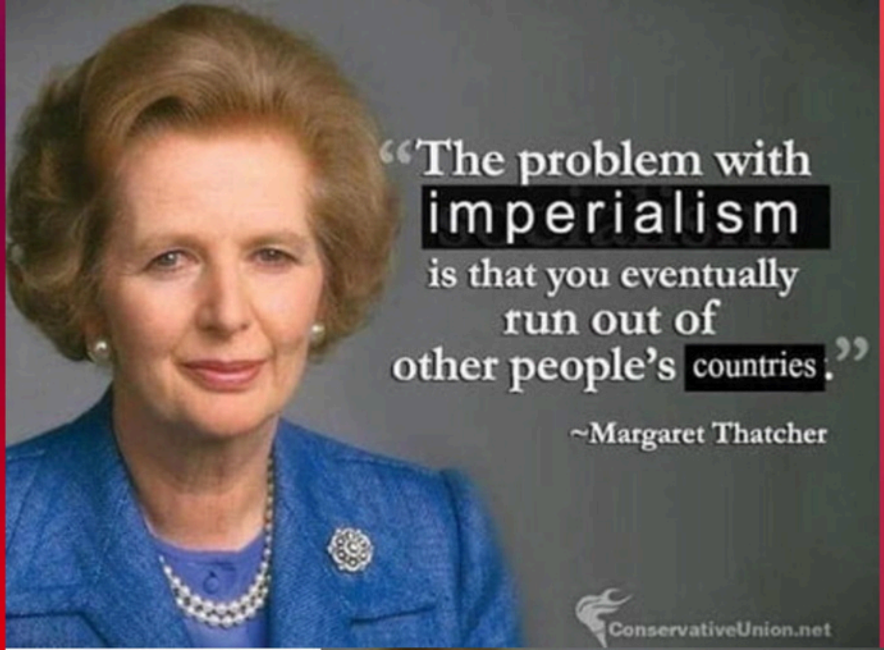

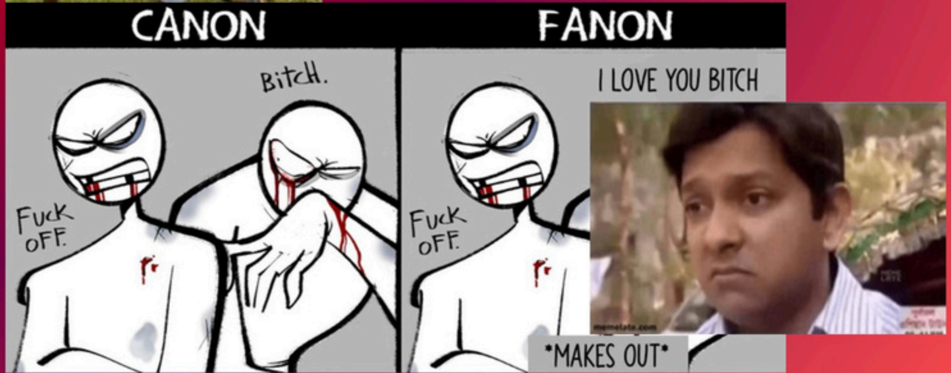

যেমন কমলা। কমলা শব্দটা দিয়ে যে আমরা কমলা বোঝাচ্ছি এটার মধ্যে কমলা শব্দটা টিকে থাকা বা কমলা শব্দটা টিকে থাকতে চায় এটা তো বলতেছি না। কেউ একজন টিকে থাকতে চায়। মানে এখানে সেই কোন একজন হচ্ছে meme। মানে meme টিকে থাকতে চায়। এই টিকে থাকতে চাওয়া বৈশিষ্ট্যটাই সবার সামনে আসল কেন? ঐ জিনিটা। এটাই কি ঐটার প্রথম বৈশিষ্ট্য? প্রশ্নটা হচ্ছে ঐখানে।

—টিকে থাকতে চাওয়া বৈশিষ্ট্য কিনা?

হ্যাঁ, মানে অনেক কিছু টিকে আছে। তারা এইভাবে টিকে থাকতে চাইছে, চাওয়াটা! আবারও বলতেছি এই চাওয়ার ব্যাপারটা। এটাকে, এই জিনিসটা.. ওকে এই গৌরব দেয়া হইল কেন? এটার মধ্যেই জিনিসটার চাবি আছে।

Gene এর কনসেপ্টটাকে কেন এইখানে নিয়ে আসতে হইল একটা এই অন্য জায়গায় মানে gene এর মত এইত জিনিসটা(meme)?

আসলে meme হচ্ছে gene বিষয়ক একটা শিক্ষা। মানে meme এর কনসেপ্টটা। যে gene বোঝে না ও meme দিয়ে gene বুঝতে পারবে। মানে কারো যদি gene জিনিসটা বোঝানোর দরকার হয় তাইলে ওর জন্য এইটা ভালো হইছে। এবং যারা এইসব gene নিয়া নাড়াচাড়া করে, যারা এইসব gene ঘটিত পয়সা পাতি পায় যথা- ডকিন্স, ডকিন্স যদি কাঠ মিস্তিরি হইত অন্যভাবে চিন্তা করত হয়ত। মানে [meme-চিহ্নায়নের?] এই ঘটনাটা রেগুম।

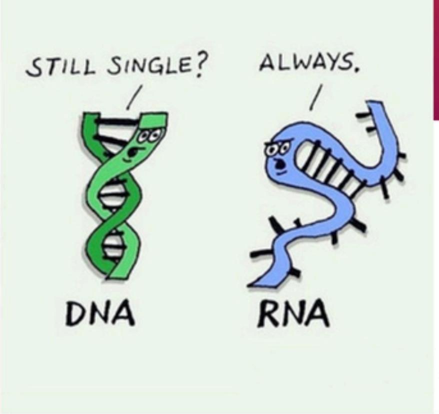

বায়োলজিক্যাল চিন্তাভাবনার মধ্যে খুবই মানবকেন্দ্রিক জিনিসপত্র অভিয়াসলি জড়ায় আছে। ঐ আলোচনা ভালো না খারাপ সেটা বিষয় না [বাট] ঐ আলোচনাটা কাজে লাগে দেইখাই, ঐ আলোচনাটা কারো না কারো কাজে লাগতেছে দেইখাই আলোচনাটা টিকে আছে। তাইলে এই নিজে থেকে টিকে থাকার কি আছে? মানে ন্যাচারাল সিলেকশনে ... বোকার মত প্রশ্ন হইতে পারে যে ডারউইনিস্টরা হাসল, কিন্তু কথা হইল ন্যাচারাল সিলেকশনে হু ইজ সিলেক্টিং?

এখানে যেখানে আমরা যাইতেছি তাইলে হিসাবে যে এই যে রেপ্লিকেশন বা ইয়ের মধ্যে এনভায়রনমেন্ট এর ভূমিকা কী? এখানে প্রাথমিক ফ্যাক্টর হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট। মানে এনভায়রনমেন্ট আগে থেকে তৈরি হয়ে আছে বা অন্য একটা হিসাবে ঐটা তৈরি হচ্ছে ক্রমাগত, তাই তো?

এখন meme ... ইন্টারনেটের একটা ল্যান্ডসস্কেপের মধ্যে meme এক ধরণের কনটেন্ট, একটা ফরমেট। বা ফরমেটের কিছু কনটেন্ট। এবং এইটা রেপ্লিকেটেড হচ্ছে। এই ফেনমেননটা বোঝার জন্য একটা তত্ত্বের আমদানি হইছে, মানে তত্ত্বের মাধ্যমে ঐ কনটেন্টটাকে একটা এজেন্সি দেয়া হইছে।

তারমানে এখানে আগে থেকে ধরে নেয়া হইল, যে, একটা কনটেন্টের একটা সংজ্ঞা আছে।

—সংগা বা ধরেন একটা টাইমফ্রেম আছে টিকে থাকার। এখানে আরেকটা ব্যাপার হয়ত আছে যে, এটেনশন স্প্যান। এটেনশন স্প্যান যেহেতু কম ইন্টারনেটে একটা জিনিস কতক্ষণ টিকে থাকতে পারতেছে রেপ্লিকেশনের মাধ্যমে এইটাকে সংগার মাধ্যমে গ্লোরিফাই করা হয়ত।

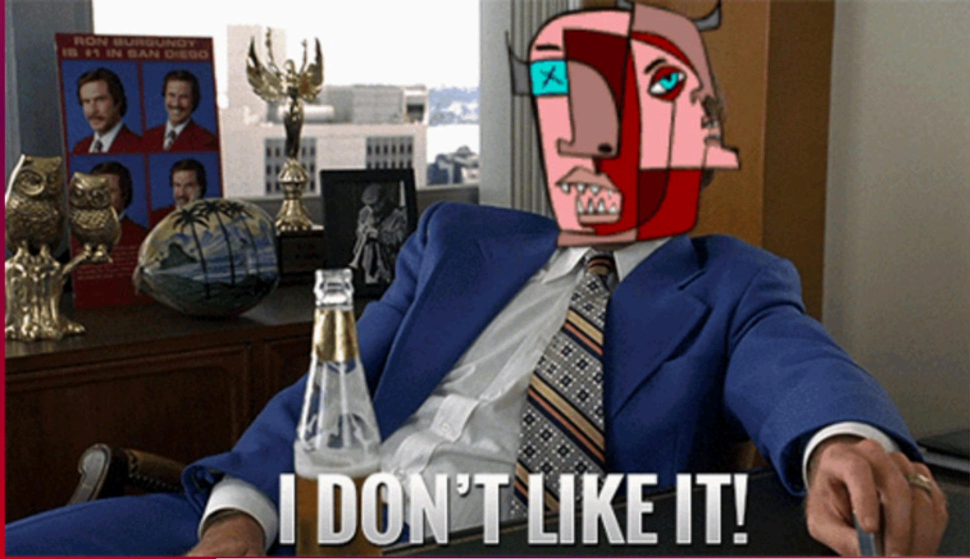

Best podcast: *Who Shat on the Floor at My Wedding*, a true crime podcast by a Kiwi woman trying with her wife and a mate to track down who shat on the actual floor at her actual wedding (on a boat so a true locked room mystery with limited suspects).

তার মানে টিকে থাকলে বাজিমাত হচ্ছে। যে টিকে আছে তাকে আমরা গ্লোরিফাই করতে পারতেছি। ইন্টারনেট কনটেন্ট যেটা টিকে থাকে বা যেটা ছড়ায় গ্যাছে, এটা ওর মতো করে ছড়ায় গ্যাছে এই গুণের কারণে ওকে একটা বিশেষ মর্যাদা দেয়া।

—এই মর্যাদাটা আসতেছে আবার gene থেকে।

মর্যাদা আসতেছে কিছু মানবকেন্দ্রিক ভ্রান্ত ধারণা থেকে, তাই না? কোন একটা মানে ননইউনিভার্সাল ডিসিপ্লিন থেকে আসতেছে। কোন ডিসিপ্লিনই ইউনিভার্সাল না। একটা সার্টেইন ডিসিপ্লিন থেকে আসতেছে। যেখানে একটা বিশেষ পাওয়ার রিলেশনের মধ্যে দিয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেইক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হল, meme বলে কিছু নাই। যা টিকে আছে সেটাকে একটা ব্যাক ক্যালকুলেট করে বের করা [বা দাবী করা] যে, এই জিনিসটা টিকে থাকতে চাইছে। এখানে কন্টেন্টকে যে আমরা এত পাত্তা দিচ্ছি, এনভায়রনমেন্ট, মানুষের চাহিদা, মানুষের চিন্তা, পলেটিকস এই ফ্যাক্টরগুলা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ঢুকে গ্যাছে,প্যাসিভ একটা জায়গায় ঢুকে গ্যাছে, নাকি? এনভায়রনমেন্ট কি এক্টিভ কিছু নাকি..

—ও যখন এনভায়রনমেন্ট এর সাথে লাগতে যায় তখনি ও এক্টিভ হয়। মানে ও যখন এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ঢুকে তখনি ও এক্টিভ হয়। মানে অফলাইনে ত ঐভাবে এখন ভাইরাল হওয়ার কিছু নাই। ভাইরাল হইতে হয় অনলাইনে গিয়া।

ভালোবাসা মানে
শুধু দেহের বা রূপের
আকর্ষণ নয়,
ভালোবাসা মানে
সম্মান, শ্রদ্ধা
বিশ্বাস ও ভরসা...!

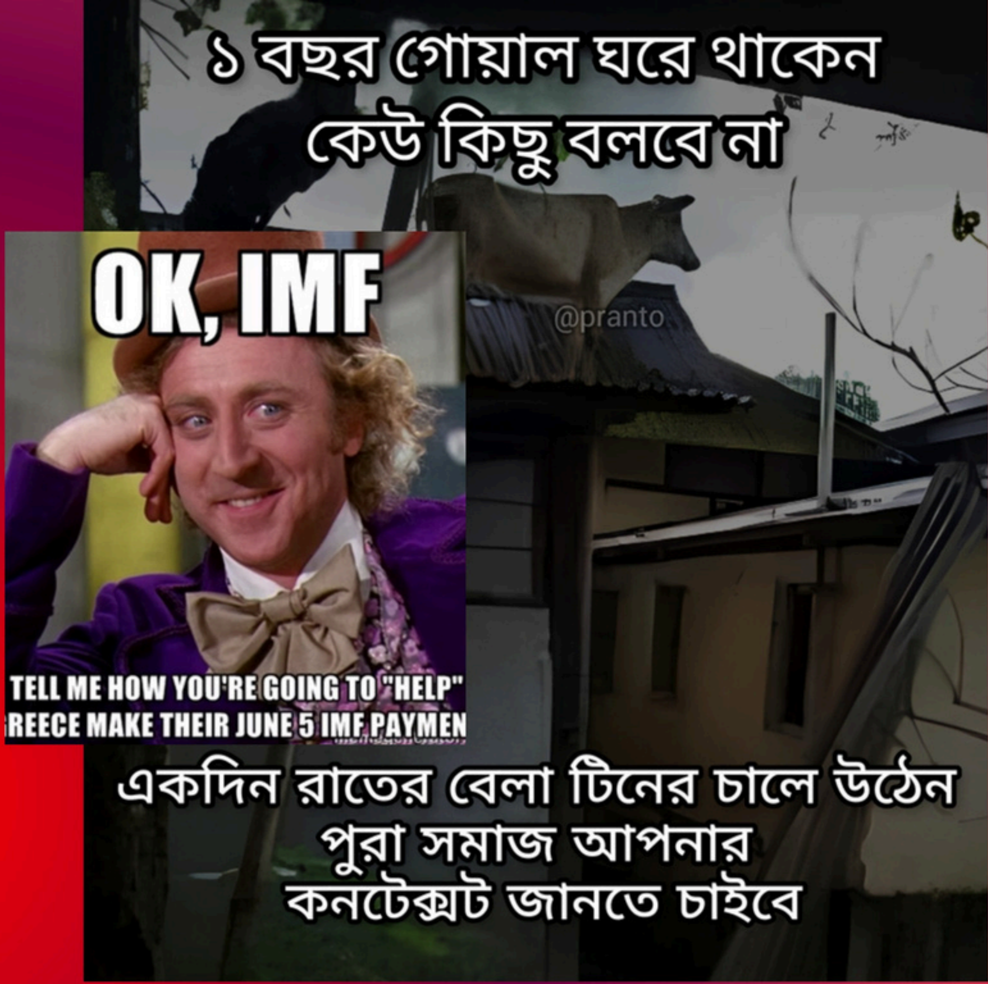

ধরে নিচ্ছি meme আর internet meme একই কথা। আলোচনাটা সংক্ষিপ্ত হবে তাইলে। তারপরে? meme এর এনভায়রনমেন্টটা যেহেতু ভার্চুয়াল বা সোশাল মিডিয়া তো ওর এক্টিভ হতে হইলে ঐখানেই ঢুকতে হবে এবং meme বা অফলাইনের যে কোন কিছু এজ এ কন্টেন্ট যা অনলাইনে গিয়ে ভাইরাল হয়, রিপিটেশনের মাধ্যমে... এখানেই তো সমস্যাটা। যে কোন কিছুই যদি আমি পয়সা দিয়ে রেপ্লিকেট করাই সেটা ত meme হচ্ছে না! হচ্ছে কি? যেহেতু সে নিজে নিজের বিস্তার ঘটাইল না৷

—হ্যা, ঐটা ত আছেই। আরেকটা আছে যে মার্কেট ইয়া করা আরকি

এইত ঐখানেই তো আসতেছি। মার্কেটে তো আসতেই হবে। মার্কেট, ফৃ মার্কেট সংক্রান্ত যে ধারণাটা আছে, ফৃ মার্কেটের মধ্যে যেই ইনগ্রিডিয়েন্টগুলা আছে। যথা- কম্পিটিটিভনেস, যথা- ইনডিভিজ্যুয়ালিজম, যথা হচ্ছে-মার্কেট ফোর্স এই সবগুলা ফৃ মার্কেট কাঠামোর মধ্যে আছে। আর meme শব্দটা আসলে একটা ফৃ মার্কেট কাঠামোভিত্তিক কনসেপ্ট বা আইডিয়া, এবং ফৃ মার্কেটের সাথেই এটা যায়।
এবং ফৃ মার্কেট বলতে যদি ফৃ না বোঝায় তাইলে যা যা আরো জিনিসপত্র বোঝায় ,বা ফৃ মার্কেট নিয়ে যেসমস্ত ভুয়ামি বা কন্সপিরেসি আছে এগুলি meme এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানে meme অ্যাজ আ কনসেপ্ট হিসাবে ইমার্জ করার পিছনে, এবং meme শব্দ হিসেবে টিকে থাকার পিছনে।

Meme শব্দটা কি দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হবে?

এখন ব্যবহার হচ্ছে কারণ আমরা meme পাঠাইতে পারি। meme তো text না কিন্তু text এর মত যে প্যাকেটকৃত জিনিসটা আমরা পাঠাইতে পারি মানে text আর ছবি মিলায়ে প্যাকেট করা একটা জিনিস, একটা প্যাকেজ, যে প্যাকেজে ছবি, text ইত্যাদি হাবিজাবি সব মিলায়ে একটা জিনিস আছে। মানে কাইন্ড অব ক্যাপসুল। একটা পিল। ক্যাপসুল শব্দের ভিতরে যদি যাই তাইলে এখানে, এর মধ্যে ক্যাপসুলেটেড থাকে জিনিসপত্র ইনগ্রিডিয়েন্টগুলা।

Meme একটা unit. Unit অব ইনফরমেশন। এই unit কেন বলতেছি আসলে? জিনিসটা তো একটা unit না। বা এটা একটা ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ডেফিনিশন। মানে আমরা ৬টা meme পাঠাইতে যেমন পারি আবার ৩২টা memeও পাঠাইতে পরি। meme গোনা যাচ্ছে হাতে। কাউন্টেবল জিনিস। তো কেউ না কেউ তো meme বানায়, চাবি মাইরা ছেড়ে দেয়, চালু করে, একটা ঘটনাচক্রের মধ্যে পড়ে একটা meme বা অনেকগুলা meme ভাইরাল হয় বা সাকসেসফুল হয়। এখানে gene এর সাথে এর হিসাব কিভাবে মিলে? Gene কি কনশাসলি কেউ চালাচালি করে?

তো কোন একটা জিনিসকে, যখন এটার নাম দেয়ার প্রয়োজন হয়, লেবেলিং করার প্রয়োজন হয়, প্রয়োজনটা সবসময় হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রয়োজন। কোন একটা প্রয়োজনে এটার একটা নাম হইছে। নাম দেয়া হইছে, এটাকে থিওরাইজ করা হইছে। প্রবলেমটা হইছে এইখানে। এই ইন্টারনেটের যে স্পন্টিনিটি ব্যাপার আছে, বিভিন্ন মানুষের একটা ইউনিভার্স, কথা বলার বা চিন্তার বা একটা [মোটের উপ্রে] একটা ক্যাওটিক ফিল্ড, সেইটার মধ্যে একটা জিনিসকে যদি থিওরাইজ করা হয়, নাম দেয়া হয়, ডকিন্সল বলতেছিল আমি একটা দুই অক্ষরের নাম খুঁজতেছিলাম gene এর মত.. এখানে বায়োলজিস্টরা আইসা যদি মানে ওয়েস্টার্ন একাডেমিশিয়ানরা আইসা যখন এগুলার নামকরণ করে, থিওরাইজেশন করে তখন এসেনশিয়ালি এর ভেতর থেকে.. এর ভেতরের অনেক জিনিসপত্র আর দেখা যায় না। কিছু জিনিসকে আর দেখা যাচ্ছে না। সেটাই হচ্ছে ধরা দরকার। meme শব্দটার মধ্যে ঐটা [আর] থাকার কথা না।

—মানে আমরা যে meme নিয়ে মনোযোগ দিলাম, meme নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি, সেইটা বলতেছি একমাত্র একটা ফর্মেট দেখে বলতেছি, তাই না?

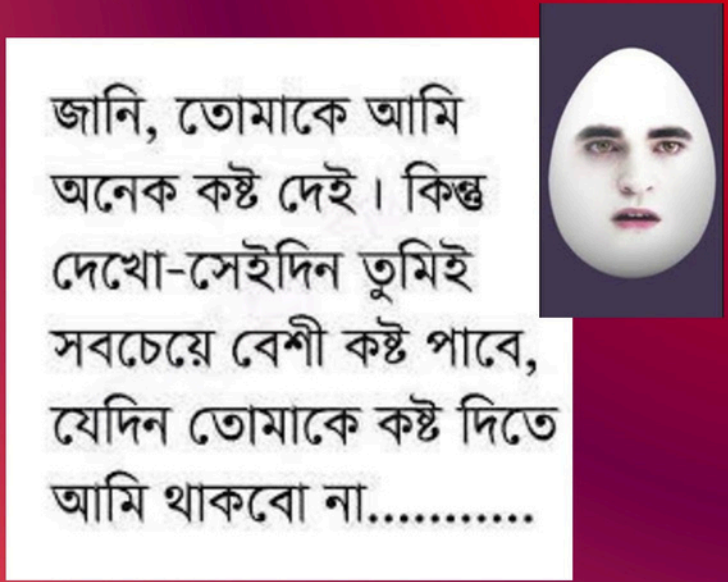

হ্যাঁ তা তো আছেই। আর ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া খুবই ভিজ্যুয়াল একটা ঘটনা হয়ে গ্যাছে যেখানে ইনফরমেশনরে থাকতে হইলে ভিজ্যুয়ালি থাকতে হবে। মানে একটা ভিজ্যুয়াল ফর্মেট হয়ে থাকতে হবে। এবং এই ফর্মেটরেই আমরা গ্লোরিফাই করতেছি।
তাহলে তো টিকছে হচ্ছে format। তার মানে একটা meme, একটা content টিকে বিষয় না। টিকছে হচ্ছে medium টা। তার মানে meme [এর সাথে gene এর selfish gene] এইটা একটা selfish format? একটা contentকে সাস্টেইন করার জন্য meme এর format এ ঢুকতে হইল। এখানে meme এর এজেন্সি কোথায়? কোন content টিকে থাকতে চায়, তাই তো? একটা টিফিন ক্যারিয়ার টিকে থাকতে চায় বলাটা যত হাস্যকর meme টিকে থাকতে চায় এটা বলাটা ঐরকমই কি হাস্যকর, না?

—এখানে meme হচ্ছে ‘model’। যে ‘model’ টার মধ্যে বিভিন্ন জিনিস ঢুকছে ঐটাকেই আমরা meme বলতেছি।

Modelটা, তাই না? তাইলে এটা যদি পরিষ্কার হয় যে আমরা একটা model এর টিকে থাকা নিয়ে আলাপ করতেছি এবং সেটাকে একটা biological terminology দিয়ে ব্যখা করতেছি, ইহাই সোশ্যাল ডারউইনিজম। একটা সোশ্যাল ফেনোমেননকে বায়োলজিক্যাল টার্ম দিয়ে ইয়ে করতেছি। ওর ইভ্যুলুশন, ওর টিকে থাকা, ন্যাচারাল সিলেকশন এগুলা applicable করতেছি। meme তাইলে একটা phenomenon। একটা meme বলে কিছু নাই। পুরো phenomenonটাকে ও explain করলেও করতে পারে। শুধু একটা meme নিয়ে ডকিন্স এর পুরো আলাপটাই হচ্ছে একটা আবর্জনা, কিনা?

—একটা নিয়ে নাকি পুরো ব্যাপারটা নিয়ে? কারণ, একটা জিনিস তো ঐ জায়গায় নাও যাইত পারে।

কিন্তু ডকিন্সের আলাপ সালাপ শুনে মনে তো হয় না যে পুরো ঘটনাটা নিয়ে কথা বলতেছে। আলাপ সালাপ শুনে তো মনে হয় যে, প্রত্যেকটা memeই একটা ছোট মিনি কম্পিউটার, একটা ছোট ব্রেইন যে টিকে থাকতে চাচ্ছে। ঐটা নিজেকে রেপ্লিকেট করতেছে। রেটরিকটা কি এরকম না?

—ঠিকাছে সে যেটা বলছে যে, মানে নানান বিহেভিয়ার, নানান আচরণের জন্য তো একেকটা ইণ্ডিভিজ্যুয়াল...

বিহেভিয়ার কার থাকে? বিহেভিয়ার থাকে অর্গানিজমের। এখন আবার বিহেভিয়ার বল্লে এক হিসাব আবার প্রোপার্টি বল্লে আরেক হিসাব। যেমন- অক্সিজেনের প্রোপার্টি এক রকম, পানির প্রোপার্টি আরেক রকম।

—ডকিন্স এখানে শুধু বিহেভিয়ারের কথা না, কাইণ্ডনেছের কথাও বলতেছে। কাইণ্ডনেছকে এখন আচার বা আচরণ যেটাই বলি একটা হইতেছে learned। সোশ্যাইটিতে টিকে থাকতে মানুষ বা গোষ্ঠিবদ্ধ প্রাণীরা কিছু জিনিস learned করে। আরেকটা হচ্ছে যে biologically ইনফ্লুয়েন্সড কিনা এই জিনিসটা।

মানে social বিহেভিয়ার এর biological influence খুঁজে বের করাই এই এখনকার জামানার ডারউইনিস্টদের, ওদের মূল কাজ। মানে সব কিছুর একটা biological ফাউন্ডেশন বা ব্যখা বের করা। যে, মানুষ করে rape করে এটার একটা biological ব্যখ্যা, মানুষ কেন kind বা morality বা selfishness এ ধরণের আলোচনাগুলাকেও biological জায়গায় নিয়ে গেছে।

তার মানে কি মানুষ থেকে কি বিবেক কেড়ে নেয়া হচ্ছে?

আইরনিটা হচ্ছে যে, আমরা একটা হাইলি ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট সিস্টেমের মধ্যে আছি। কিন্তু আমাদের বিহেভিয়ারটা ইন্ডিভিজুয়ালিজম থেকে আসতেছে না। বিহেভিয়ারটা আসতেছে একটা প্যাটার্ন থেকে। মানে বায়োলজিক্যাল একটা ঘটনা [থেকে]। বিহেভিয়ার ইকোনোমিক্স, বিহেভিয়ার সাইন্স ... এই ডিসিপ্লিনগুলা যখন কাজ করে mass স্কেলে যেমন- সাইকোলজিস্টরা বা নিওরো সাইন্টিস্টরা যা করে; তারা সবাইরে কিন্তু বায়োলজিক্যাল being হিসেবে ট্রিট করে। বায়োলজিক্যাল জিনিস হিসেবে ট্রিট করে এটার চিকিৎসা করে নইলে উদ্ধার করে নইলে এটারে capture করে[পাগলের গুদামে ভরো]

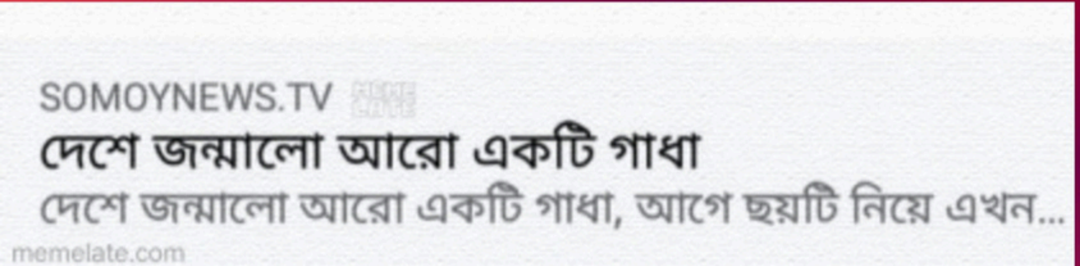

-biopower?

হ্যাঁ, biopowerটা এখানে আসতেছে। এই বায়োলজি দিয়ে দেখা, এইটা একটা লেন্স। এই লেন্স দিয়েই memeটাকে দেখা হচ্ছে। এখানে পলিটিকাল এজেন্সি কোথায়? পার্সোনাল মোটিভেশন এর জায়গাগুলা কম থাকে [বলে] হয়ত। বলে যে, তুমি পার্সোনালি মোটিভেটেড হও, পার্সোনালি আগায় যাও, মোটিভেট করা হয়। কিন্তু তোমাকে যখন বেচা হবে তখন তোমাকে বলবে তোমার একটু মেলাটনিন দরকার ... লার্জ স্কেলে যারা কাজ করতেছে তারা মানুষের body নিয়ে খেলতেছে, ঠিকাছে?

এই জন্য meme কে বুঝতে চাওয়া হচ্ছে, কারণ এটা একটা লার্জ স্কেল ঘটনা। এটার একটা বড় ইকোনমি আছে। এখন এটা যখন বোঝার জরুরৎ পড়ছে তখন তাদের কাছে যে ডমিন্যান্ট লেন্সটা ছিল সেইটা হচ্ছে বায়োলজি, বায়ো-পলিটিকস। তারা ঐভাবে জিনিসটা দেখার চেষ্টা করছে। এই কারণে এই কনসেপ্টটা কন্ট্রাডিক্টরি, সীমাবদ্ধ এবং এটার বাইরে চিন্তা করা উচিৎ।

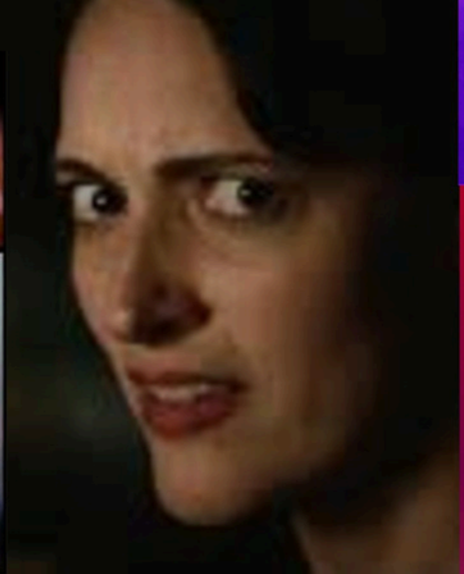

কোন কোন ক্ষেত্রে এটা সাফিশিয়েন্ট তো না-ই। এজন্য নেচারালিজমের বা ইম্পিরিসিজমের যত ক্রিটিক আছে সেই ক্রিটিকগুলা এই memeএর এই যে, genetic[স] থেকে meme এবং memeকে থিওরাইজ করার যে ঘটনা এবং ঐটার ভিত্তিতে memeকে যারা, এলিটরা, মানে ইউনিভার্সিটির টিচাররা ... তারা তো meme বানায় না কিন্তু meme এর academic theory বানায়, বা BBC তো meme বানায় না কিন্তু meme নিয়ে news করে, তার মানে তারা একটা গণ জিনিসকে তাদের এলিটিস্ট বা ক্যাপিটালিস্ট ফ্রেমওয়ার্কের মধ্য দিয়া থিওরাইজড করে একটা হাদুমপাদুম করতেছে।

এই কারণেই meme ‘meme’ হইছে। এইটা একটা আরোপিত জিনিস, ঠিকাছে? মানে meme শব্দটা চালু করে দেয়া গ্যালো, coin করে দেয়া গ্যালো একটা শব্দ। এটাই খুবই আশ্চর্যকর ব্যাপার যে, একাডেমিয়া এরকম একটা শব্দকে কিভাবে খাওয়ায় দিল!

Zanzibar Zamjamat

A MEME, WHEN ENTERING INTO ANOTHER KIND OF CLASS, DOES IT CARRY THE APPROVAL OF THAT OTHER CLASS OR NOT? SINCE THOSE WHO COME FIRST IN CLASS DO NOT LIKE BANGLA CINEMA. BECAUSE IN THOSE FILMS, UNEDUCATED HEROES COME FIRST IN CLASS, DON'T THEY? SO TO THEM IT BECOMES A MATTER OF LAUGHTER. A DEEP-SEATED CLASS ENVY, RIGHT? FROM THERE THEIR LAUGHTER COMES.

And what is the laughter about? That in Bangla cinema a world is shown which does not really match with the real world of the rich. A rich man's world separate from the audience's own. Chowdhury Sahib with pomp and grandeur, wearing gowns and all that, descending staircases, chandeliers, glitter. Fabricated. A mockery. The actual Chowdhurys laugh about this—that the poor, people of lesser taste, imagine us in this way. But the poor have no time to give a damn about this. He just wants to watch the play, the play of the rich man's house. He has never placed CCTV cameras inside a rich man's house to see it. This is his aesthetic, it comes according to that sense.

The poor man's version of the rich is not cultural. Perhaps not educated, not refined, not subtle. Vulgar. Cringe. Not very cool. That too exists. Whereas the actual Chowdhurys of reality or the high-taste middle class laugh at Bangla cinema's appreciation.

Like, take the example of Jatayu. Jatayu's memes have their origin in Satyajit Ray himself, don't they? That character. Now, why is he the butt of jokes? Feluda laughs at Jatayu. Jatayu makes up names of books that are funny, right? Names with alliteration—like Zanzibar Zamjamat.

So Satyajit Ray himself does this in Feluda.
Joto Kando Kathmandute, *Gangtoke Gondogol*. But when Satyajit Ray does it, it is not funny. When Jatayu does it, it is funny. Why? Because here he is poor—poor in terms of cultural capital—and he is fiddling with the ornaments of literature and aesthetics that belong to the rich. Poor meaning, in terms of cultural capital, he is poor, has no knowledge, little learning, has to go to Feluda with *mashai mashai* to learn things, makes mistakes, blunt-nosed, a less sophisticated local man.
So, access is tied to hierarchy.

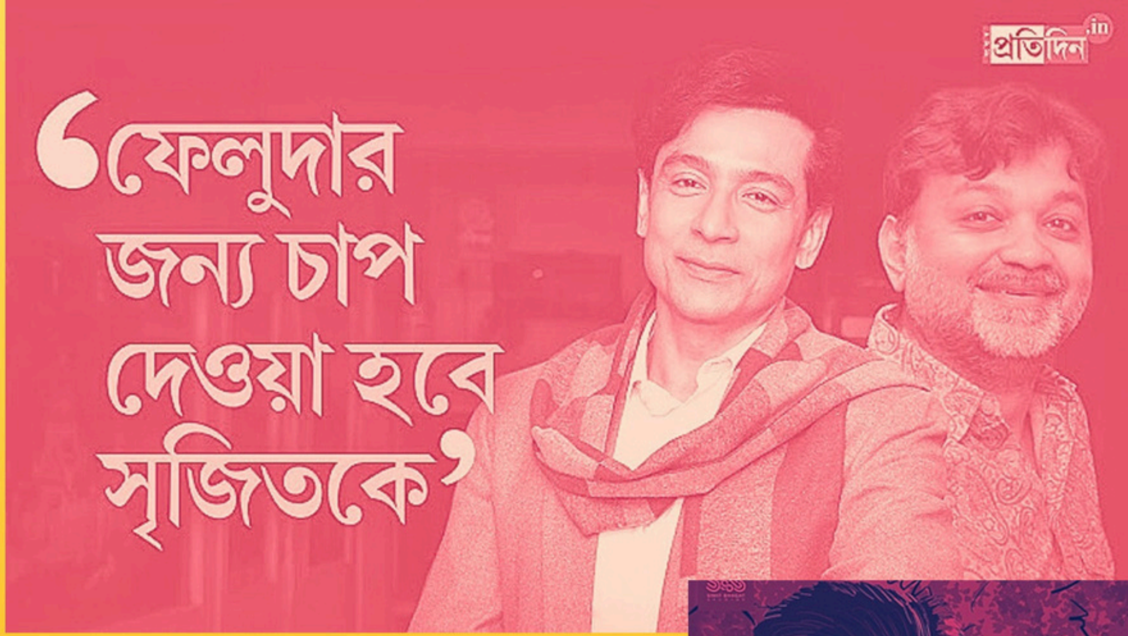

Take the example of Ananta Jalil's English—people laugh at it. But they don't laugh at the English of many statesmen. The same person who laughs at Ananta Jalil's pronunciation perhaps does not laugh at others' bad English.

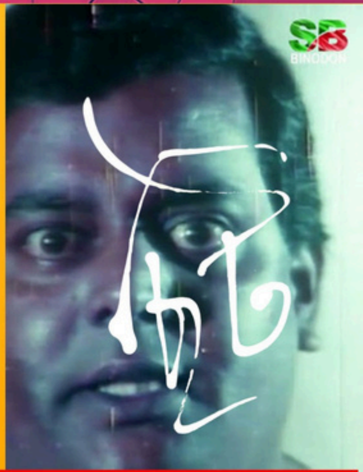

গত পিডিয়েফ

ডাউনলোডারদের রিঅ্যাকশন

Also, brilliant graphics.

Is there any printed version?

Chibiye chibiye gilte hocche 🔥

n লাল ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদা ফন্ট পড়া যাচ্ছেনা।

ply See translation

লুকস সিক বাট পড়তে গিয়া পাসা ফাইটা গেলো, esp the red on purple

1w Care Reply 2

@chhitt_pdfs I'm able to read since I have normal vision, but this is genuinely an accessibility concern. Thanks for listening and considering this suggestion from a place of care. Keep up the great work!